পারা ৭

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

৮৩। অইযা-সামি'উ মা ~ উন্‌যিলা ইলার্ রাসূলি তারা ~ আ'ইয়ুনাহুম্ তাফীদ্বু মিনাদ্ দাম্‌ই'

(৮৩) আর যখন তারা শোনে, রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত দেখবেন; কেননা, তারা সত্যকে

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٤﴾ وَمَا لَنَا

মিম্মা-আ'রাফূ মিনাল্ হাক্ব্ক্বি ইয়াক্বূলূনা রব্বানা ~ আ-মান্না- ফাক্‌তুব্‌না- মা'আশ্ শা-হিদীন্। ৮৪। অমা- লানা-

উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে, হে রব! ঈমান আনলাম, তাই আমাদেরকে সাক্ষ্যবাহীদের দলে লিখে রাখুন। (৮৪) আর আমাদের

لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ

লা-নু'মিনু বিল্লা-হি অমা-জ্বা — য়ানা-মিনাল্ হাক্ব্ক্বি অনাত্ব্‌মা'উ আঁই ইয়ুদ্‌খিলানা- রব্বুনা-মা'আল্ ক্বাওমিছ্

কি হল যে, আমরা আল্লাহ্ ও আগত সত্যে বিশ্বাস করি না? অথচ আমাদের আশা যে, আমাদেরকে নেককারদের

الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ছোয়া-লিহীন্। ৮৫। ফাআছা-বাহুমুল্লা-হু বিমা- ক্বা-লূ জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু

দলভুক্ত করবেন। (৮৫) এ উক্তির কারণে তাদেরকে আল্লাহ্ জান্নাতে পুরস্কার দেবেন, যার নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত।

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

খা-লিদীনা ফীহা-; অযা-লিকা জ্বাযা — য়ুল্ মুহ্‌সিনীন্। ৮৬। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্‌যাবূ রিআ-ইয়া-তিনা ~

তারা তথায় চিরকাল থাকবে। এটাই নেককারদের পাওনা। (৮৬) আর যারা কাফের এবং অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহ

১১ ع ৯ ১ রুকু

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا

উলা — য়িকা আছ্‌হা-বুল্ জ্বাহীম্। ৮৭। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তুহার্‌রিমূ ত্বোয়াইয়িবা-তি মা ~

তারা জাহান্নামী। (৮৭) হে মু'মিনরা! তোমরা হারাম করো না সে সব উৎকৃষ্ট বস্তু, যা আল্লাহ্ হালাল

أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٨﴾ وَكُلُوا مِمَّا

আহাল্লাল্লা-হু লাকুম্ অলা-তা'তাদূ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্। ৮৮। অকুলূ মিম্মা-

করেছেন। আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (৮৮) আর খাও

رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾ لَا

রাযাক্বাকুমুল্লা-হু হালা-লান্ ত্বোয়াইয়িবাওঁ অত্তাক্ব্‌ল্লা-হাল্লাযী ~ আন্‌তুম্ বিহী মু''মিনূন্। ৮৯। লা-

আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল ও উত্তম জীবিকা হতে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার উপর বিশ্বাস রাখ। (৮৯) আল্লাহ

শানেনুযূলঃ আয়াত-৮৩ঃ নাসারাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। তাঁদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সুরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করেছিলেন। তেলাওয়াত শুনে তাঁরা কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন- এটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট যা নাযিল হত তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাফ ঃ জালালাইন) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮৭ ঃ কয়েকজন প্রধান ছাহাবী ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা শোনে হযরত ওসমান ইবনে মারওয়ানের গৃহে সমবেত হলেন এবং সংসার ত্যাগী হওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করলেন এবং আরো প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা সারা দিন রোযা রাখবেন এবং সারা রাত নামায পড়বেন, গোশত ইত্যাদি খাবেন না, আর নারীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ পৃথক থাকবেন। তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ

ইয়ুয়া-খিযু কুমুল্লা-হু বিল্লাগ্ওয়ি ফী ~ আইমা-নিকুম্ অলা-কিইঁ ইয়ুয়া-খিযুকুম্ বিমা-'আক্কাত্তুমুল্

তোমাদের ধরবেন না, তোমাদের অযথা শপতের জন্য, তোমাদের পাকড়াও করবেন, তোমাদের পাকা

الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

আইমা- না ফাকাফ্ফা-রাতুহূ ~ ইত্ব্'আ-মু 'আশারাতি মাসা-কীনা মিন্ আওসাত্বি মা-তুত্ব্'ইমূনা আহ্লীকুম্

শপথের জন্য। এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম আহার দান, যা তোমরা পরিবারে খেয়ে থাক; বা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান;

أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ

আও-কিস্ অতুহুম্ আও তাহ্রীরু রাক্বাবাহ্; ফামা ল্লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাছিয়া-মু ছালা-ছাতি আইয়্যা-ম্; যা-লিকা কাফ্ফা-রাতু

বা এক দাসদাসী মুক্তি; যে অসমর্থ হবে তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা। শপথ করলে এটাই শপথের কাফ্ফারা,

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

আইমা-নিকুম্ ইযা-হালাফ্তুম্; অহ্ফাজূ ~ আইমা-নাকুম্; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহী

তোমরা শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন বর্ণনা করেন যাতে শোকর গুজার হও।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ

লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৯০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্নামাল্ খাম্রু অল্মাইসিরু অল্ আন্ছোয়া-বু

(৯০) হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এসব নোংরা ও অপবিত্র, শয়তানের কাজ;

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

অল্ আয্লা-মু রিজ্সুম্ মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বোয়া-নি ফাজ্তানিবূহু লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৯১। ইন্নামা- ইয়ুরীদুশ্

ব্যতীত আর কিছুই নয়; সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। (৯১) শয়তান

الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ

শাইত্বোয়া-নু আঁই ইয়ুক্বি'আ বাইনাকুমুল্ 'আদা-অতা অল্বাগ্দ্বোয়া — য়া ফিল্ খাম্রি অল্ মাইসিরি অ

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করাতে চায় আর আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে

يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

ইয়াছুদ্দাকুম্ 'আন্ যিক্রিল্লা-হি অ'আনিছ্ ছলা-তি ফাহাল্ আন্তুম্ মুন্তাহূন্। ৯২। অ আত্বী'উল্লা-হা

এবং নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি এখনও বিরত হবে না? (৯২) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ

অআত্বী'উর্ রাসূলা অহ্যারূ ফাইন্ তাঅল্লাইতুম্ ফা'লামূ ~ আন্নামা- 'আলা-রাসূলিনাল্ বালা-গুল্

রাসূলের আনুগত্য কর, আর সতর্ক হও; কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলে জেনে রেখ যে, রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট

الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

মুবীন্। ৯৩। লাইসা 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি জুনা-হুন্ ফীমা- ত্বোয়া'ইমূ~

প্রচার করা। (৯৩) মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য কোন গুনাহ নেই পূর্বের খাদ্যের ব্যাপারে, যদি তারা সতর্ক হয়,

إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ

ইযা-মাত্তাক্বাও অ আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ছুম্মাত্তাক্বাও অআ-মানূ ছুম্মাত্তাক্বাও অআহ্‌সানূ;

ঈমান আনয়ন করে ও ভাল কাজ করে; তারপর সতর্ক হয়, ঈমান আনে; আবার সাবধান হয়, সৎকাজ করে;

১২ ع ৭ ২ রুকু

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ

অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্‌সিনীন্। ৯৪। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লাইয়াব্‌লু অন্নাকুমুল্লা-হু বিশাইয়িম্ মিনাছ্

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন। (৯৪) হে মুমিনরা! অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন শিকার দ্বারা

الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ

ছোয়াইদি তানা-লুহূ~ আইদীকুম্ অরিমা-হুকুম্ লিইয়া'লামাল্লা-হু মাঁই ইয়্যাখা-ফুহূ বিল্‌গাইবি

যা তোমরা হাত অথবা তীর দ্বারা ধরতে পার, যেন আল্লাহ্ জানেন যে, কেউ তাকে না দেখে ভয় করে, অতএব

فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

ফামানি'তাদা- বা'দা যা-লিকা, ফালাহূ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৯৫। ইয়া~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বতুলুছ্

এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (৯৫) হে মু'মিনরা! তোমরা ইহ্‌রাম

الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

ছোয়াইদা অআন্‌তুম্ হুরুম্; অমান্ ক্বাতালাহূ মিন্‌কুম্ মুতা'আম্মিদান্ ফাজাযা — য়ুম্ মিছ্‌লু মা-ক্বাতালা মিনান্

অবস্থায় শিকার বধ করো না, তোমাদের কেউ ইচ্ছা করে হত্যা করলে তার বিনিময় হবে। গৃহপালিত পশু; তোমাদের

النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ

না'আমি ইয়াহ্‌কুমু বিহী যাওয়া 'আদ্‌লিম্ মিন্‌কুম্ হাদ্‌ইয়াম বা-লিগাল্ কা'বাতি আও কাফ্‌ফা-রাতুন্ ত্বোয়া'আ-মু

দুজন ন্যায়বান যা ফয়সালা দেবে তা হাদিয়া হিসেবে কা'বাতে পৌছবেই অথবা গরীবকে খাদ্য দান হবে

مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ

মাসা-কীনা আও 'আদ্‌লু যা-লিকা ছিয়া-মাল্‌লিইয়াযূক্বা অবা-লা আম্‌রিহ্; 'আফাল্লা-হু 'আম্মা-সালাফ্;

কাফ্‌ফারা অথবা কর্মফল ভোগ করার জন্য সমসংখ্যক রোজা রাখা; অতীতকে আল্লাহ ক্ষমা করছেন।

আয়াত-৯৪ ঃ শানেনুযূল ঃ পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা মদ পান ও জুয়া হারাম হয়ে যাবার পর কোন কোন ছাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যে অনেকেই তো (মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পূর্বে) মদ পানকারী ছিল এবং জুয়ালব্ধ মালও ভক্ষণ করত। আর এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তারপর এগুলো হারাম হয়েছে। সুতরাং তাদের কি অবস্থা হবে? তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৫ ঃ ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ এহরাম বাঁধা অবস্থায় বায়তুল্লাহ যিয়ারতে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে শিকার করার মত জন্তু তাদের একেবারে কাছেই আসত। কিন্তু তাঁরা এহরাম বাঁধা থাকার কারণে শিকার করতেন না। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٦﴾ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

অমান্ 'আ-দা ফাইয়ান্তাক্বিমুল্লা-হু মিন্হু; অল্লা-হু 'আযীযুন যুনতিক্বা- ম। ৯৬। উহিল্লা লাকুম্ ছোয়াইদুল্ বাহ্রি
তা কেউ পুনরায় করলে শাস্তি দেবেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৯৬) তোমাদের জন্য বৈধ সমুদ্রে

وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ

অত্বোয়া'আ-মুহূ মাতা-'আল্লাকুম্ অলিস্‌সাইয়্যা-রাতি, অহুর্‌রিমা 'আলাইকুম্ ছোয়াইদুল্ বার্‌রি মা-দুম্‌তুম্ হুরুমা-;
শিকার ধরা ও তা খাওয়া, এটা তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য; স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে ইহ্‌রাম অবস্থায়;

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٧﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا

অত্তাকুল্লা-হাল্লাযী ~ ইলাইহি তুহ্‌শারূন্। ৯৭। জ্বা 'আলাল্লা-হুল্ ক্বা'বাতাল্ বাইতাল্ হারা-মা ক্বিয়া-মাল্
যে আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হবে তাঁকে ভয় কর। (৯৭) আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করছেন পবিত্র

لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

লিন্না-সি অশ্‌শাহ্‌রাল্ হারা-মা অল্‌হাদ্‌ইয়া অল্‌ক্বালা—য়িদ্; যা-লিকা লিতা'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু
কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্তুকে ও চিহ্নিত (গলায় মালাপরিহিত) পশুকে যেন, তোমরা জান যে, আসমান

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

মা -ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা- ফিল্ আর্‌দ্বি অ আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৯৮। ই'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা
যমীনের সবকিছু সম্বন্ধে আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন। (৯৮) তোমরা জান যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ

শাদীদুল্ 'ইক্বা-বি অআন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৯৯। মা- 'আলার্ রাসূলি ইল্লাল্ বালা-গ্; অল্লা-হু
কঠোর শাস্তি দাতা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯৯) রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌছান; তোমরা যা প্রকাশ কর,

يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ

ইয়া'লামু মা-তুব্‌দূনা অমা-তাক্‌তুমূন্। ১০০। কুল্ লা-ইয়াস্‌তাওয়িল্ খাবীছু অত্বোয়াইয়িবু অলাও
আর যা গোপন রাখ, সব কিছু আল্লাহ্ জানেন। (১০০) বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও মন্দের আধিক্য ১৩

اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ✩ ع ৭ ৩ রুকু

আ'জ্বাবাকা কাছ্‌রাতুল্ খাবীছি, ফাত্তাকুল্লা-হা ইয়া ~ উলিল্ আল্‌বা-বি লা'আল্‌লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্।
আপনাকে বিস্মিত করে, সুতরাং হে জ্ঞানীরা তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ! যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

﴿١٠١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا

১০১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাস্‌আলূ 'আন্ আশ্‌ইয়া — য়া ইন্ তুব্‌দালাকুম্ তাসু''কুম্ অইন্ তাস্‌আলূ
(১০১) হে মু'মিনরা! ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমরা দুঃখ পাবে। কোরআন

عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ قَدْ

'আন্হা- হীনা ইয়ুনায্যালুল্ কু্রআ-নু তুব্দা লাকুম্; 'আফাল্লা-হু 'আন্হা-; অল্লা-হু গাফূরুন্ হালীম্। ১০২। ক্বাদ্
নাযিলের সময় প্রশ্ন করলে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তা ক্ষমা করছেন , আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল। (১০২) ইতোপূর্বের

سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ

সাআলাহা-ক্বাওমুম্ মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ছুম্মা আছবাহূ বিহা- কা- ফিরীন্। ১০৩। মা- জ্বা'আলাল্লা-হু মিম্ বাহীরাতিঁও
সম্প্রদায় এ প্রশ্ন করেছিল, তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। (১০৩) বাহীরা, সাইবা, অছীলা

وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

অলা-সা — য়িবাতিঁও অলা-অছীলাতিঁও অলা-হা-মিঁও অলা-কিন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইয়াফ্তা রূনা আলাল্লা-হিল্
ও হাম কোনটাই আল্লাহ স্থির করেন নি কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করছে; তাদের

الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

কাযিব্; অআক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১০৪। অ ইযা- ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও ইলা- মা ~ আনযাল্লা-হু
অধিকাংশই কোন জ্ঞান রাখে না। (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আস, আল্লাহ্র নাযিলকৃতের দিকে ও

وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا

অইলার্ রাসূলি ক্বা-লূ হাস্বুনা-মা-অজ্বাদ্না-'আলাইহি আ-বা — আনা-; আওলাও কা-না আ-বা — য়ুহুম্ লা-
রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে, পূর্ব-পুরুষকে যাতে পাচ্ছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষরা কিছুই

يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا

ইয়া'লামূনা শাইয়াওঁ অলা- ইয়াহ্তাদূন্। ১০৫। ইয়া ~ অইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ 'আলাইকুম্ আন্ফুসাকুম্ লা-
জানত না; তখন তারা হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল না। (১০৫) হে মু'মিনরা! নিজেদেরকে বাঁচাও, তোমরা হিদায়াত পেলে পথভ্রষ্ট

يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

ইয়াদুর্রুকুম্ মান্ দ্বোয়াল্লা ইযাহ্ তাদাইতুম্; ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম্ জ্বামী'আন্ ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্তুম্
লোক তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ড

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

তা'মালূন্। ১০৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ শাহা-দাতু বাইনিকুম্ ইযা-হাদ্বোয়ারা আহাদা কুমুল্ মাওতু
তোমাদেরকে জানাবেন। (১০৬) হে মু'মিনরা! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অছিয়ত করার সময়

আয়াত-১০১ ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, যার উত্তরে তারা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে বা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কারণ হত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০৬ ঃ বনূ সাহম গোত্রের বুদাইল নামক একজন মুসলমান তামীমুদ্দারী ও আদী ইব্‌নে বারা নামক দুজন খৃষ্টান (পরে মুসলমান হয়েছে) এর সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেলে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত হলে সঙ্গীদ্বয়কে পরিত্যক্ত স্বর্ণ খচিত পাত্রটিসহ সকল মালামাল ফেরত দেয়। অবশেষে তার ওয়ারিশরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট মুকাদ্দমা পেশ করলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কোঃ)

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ

হীনাল্ অছিয়্যাতিছ্ না-নি যাও-'আদ্‌লিম্ মিন্‌কুম্ আও আ-খারা-নি মিন্ গাইরিকুম্ ইন্ আন্‌তুম্ দ্বোয়ারাব্‌তুম্

দুজন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখবে; অথবা অন্য দুজন, যদি তোমরা সফরে থাকা অবস্থায় এবং তোমাদের উপর

فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ

ফিল্ আরদ্বি ফাআছোয়া-বাত্‌কুম্ মুছীবাতুল্ মাওত্; তাহ্‌বিসূনাহুমা-মিম্ বা'দিছ্ ছলা-তি

মৃত্যুর মছিবত উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদের মাঝ থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। সন্দেহ হলে নামাযের পর

فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ

ফাইয়ুক্ব্‌সিমা-নি বিল্লা-হি ইনির্ তাব্‌তুম্ লা-নাশ্‌তারী বিহী ছামানাওঁ অলাও কা-না যা-কু্‌রবা-অলা-নাক্‌তুমু

খাড়া করাবে এবং উভয়ে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে যে, এ ব্যাপারে কোন মূল্য চাই না। যদি আত্মীয়ও হও; আল্লাহ্‌র

شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ

শাহা-দাতাল্লা-হি ইন্না ~ ইযাল্ লামিনাল্ আ-ছিমীন্। ১০৭। ফাইন্ 'উছিরা 'আলা ~ আন্নাহুমাস্ তাহাক্ব্‌ক্বা ~ ইছ্‌মান্ ফাআ-খারা-নি

সাক্ষ্য গোপন করাব না; করলে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব। (১০৭) তারা দুজন অপরাধী বলে প্রকাশিত হলে যাদের অধিকার হরণ

يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ

ইয়াক্বূ্‌মা-নি মাক্বা-মাহুমা-মিনাল্লাযীনাস্ তাহাক্ব্‌ক্বা 'আলাইহিমুল্ আওলাইয়া-নি ফাইয়ুক্ব্‌সিমা-নি বিল্লা-হি লাশাহা-দাতুনা ~

করা হচ্ছিল তাদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী দাঁড় করাবে, তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে যে, আমাদের সাক্ষ্য

اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى

আহাক্ব্‌কু্ মিন্ শাহা-দাতিহিমা- অমা' তাদাইনা ~ ইন্না ~ ইযাল্ লামিনাজ্জোয়া-লিমীন্। ১০৮। যা-লিকা আদ্‌না ~

তাদের সাক্ষ্য হতে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নি; করলে যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হব। (১০৮) এটাই উত্তম

اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ

আইঁ ইয়া'তূ বিশ্‌শাহা-দাতি 'আলা- অজ্‌হিহা ~ আও ইয়াখা-ফূ ~ আন্ তুরাদ্দা আইমা-নুম্ বা'দা আইমা-নিহিম্;

নিয়ম যে, লোক সঠিক সাক্ষ্য দান করবে অথবা ভয় করবে যে, শপথ গ্রহণের পর আবার অন্য শপথ নেয়া হবে ; আল্লাহ্‌কে ১৪

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٩﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ ع ৮ 8 রুকু

অত্তাক্ব্‌ল্লা-হা অস্‌মা'উ; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ১০৯। ইয়াওমা ইয়াজ্‌মা'উ ল্লা-হুর্

ভয় কর, শুন (তাঁর কথা); আর আল্লাহ অবাধ্য লোকদের সৎপথ দেখান না। (১০৯) যেদিন আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করে

الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ☆

রুসুলা ফাইয়াকূ্‌লু মা- যা ~ উজিব্‌তুম্; ক্বা-লূ লা- 'ইল্‌মা লা-না-; ইন্নাকা আন্‌তা 'আল্লা-মুল্ গুইয়ূব্।

জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি উত্তর পেলে? তারা বলবে, আমাদের তো কিছুই জানা নেই; আপনি তো গায়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত

(١١٠) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ

১১০। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্‌না মার্‌ইয়ামায্ কুর্ নি'মাতী 'আলাইকা অ 'আলা-ওয়া-লিদাতিক্

(১১০) যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! আমার নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা তোমার ও তোমার মাতার

إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ

ইয্ আইঁ ইয়াত্‌তুকা বিরূহিল্ ক্বু-দুসি তুকাল্লিমুন্ না- সা ফিল্ মাহ্‌দি অকাহ্‌লান্ অইয্

প্রতি ছিল। জিব্রাঈল দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছি, তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত

عَلَّمْتُكَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ

'আ ল্লাম্‌তুকাল্ কিতা-বা অল্‌হিক্‌মাতা অত্তাওরা-তা অল্ ইন্‌জীলা অইয্ তাখ্‌লুক্বু মিনাত্ত্বীনি

বয়সে -- তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছি; আর আমার অনুমতিতে মাটি দিয়ে

كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ

কাহাইয়াতিত্ত্বোয়াইরি বিইয্‌নী ফাতান্‌ফুখু ফীহা-ফাতাকূনূ ত্বোয়াইরাম্ বিইয্‌নী অতুব্‌রিউল্ আক্‌মাহা

পাখির আকৃতি গঠন করে ফুঁক দিলে, তা আমার হুকুমে উড়ত। আমার অনুগ্রহে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রুগীকে

وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي

অল্ আব্‌রাছোয়া বিইয্‌নী অইয্ তুখ্‌রিজুল্ মাওতা- বিইয্‌নী অইয্ কাফাফ্‌তু বানী ~

ভাল করতে, আমার হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে আর যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার ক্ষতি হতে

إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا

ইসরা — ঈলা 'আন্‌কা ইয্‌জি'তাহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্‌হুম্ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-

বারণ রেখেছিলাম; তুমি তাদের সামনে প্রকাশ্য নিদর্শন আনলে, তখন কাফেররা বলল, এতো শুধু

سِحْرٌ مُّبِينٌ (١١١) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ

সিহ্‌রুম্ মুবীন্। ১১১। অইয্ আওহাইতু ইলাল্ হাওয়া-রিয়্যীনা আন্ আ-মিনূ বী অবিরাসূলী

যাদু। (১১১) আর স্মরণ কর যখন হাওয়ারীদের কাছে ওহী পাঠালাম যে, তোমরা বিশ্বাস কর আমাকে ও আমার রাসূলকে।

قَالُوٓا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١٢) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

ক্বা-লূ ~ আ-মান্না-অশ্‌হাদ্ বিআন্নানা- মুস্‌লিমূন্। ১১২। ইয্ ক্বা-লাল্ হাওয়ারিয়্যূনা ইয়া-'ঈসাব্‌না মারইয়ামা

তারা বলল, বিশ্বাস করলাম, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল, হে ঈসা ইবনে মরিয়াম !

টিকা-১. আয়াত-১১০ ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) কে একটি বিশেষ মু'জিযা দেয়া হয়েছে তা হল তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। জন্ম গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে বা দোলনায় কথা-বার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু ঈসা (আঃ) শিশু অবস্থায় কথা বলা তো স্পষ্টই মু'জিযা। আর তাঁর জন্য পরিণত বয়সেও কথা বলা মু'জিযা। কেননা, এতে বুঝা যায় যে, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন। কারণ পরিণত বয়সের পূর্বেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ

হাল্ ইয়াসতাত্বী'উ' রব্বুকা আইঁ ইয়ুনায্যিলা 'আলাইনা-মা — য়িদাতাম্ মিনাস্ সামা — ই; ক্বা-লাত্তাকুল্লা-হা-ইন্

আকাশ হতে খাবার পাঠাবার শক্তি কি তোমার প্রতিপালকের আছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর যদি

كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ

কুন্তুম্ মু''মিনীন্।১১৩। ক্বা-লূ নুরীদু আন্ না''কুলা মিন্হা- অতাত্ব্মায়িন্না ক্বুলূবুনা- অনা'লামা

তুমি মু'মিন হও। (১১৩) বলল, তা হতে কিছু খেয়ে আন্তরিক পরিতৃপ্তি লাভ করতে চাই; আর জানতে চাই যে,

أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

আন্ ক্বাদ্ ছদাক্ব্তানা-অনাকূনা 'আলাইহা- মিনাশ্ শা-হিদীন্। ১১৪। ক্বা-লা 'ঈসাব্নু মার্ইয়ামা • এক চতুর্থাংশ

তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ এবং তার সাক্ষী থাকতে চাই। (১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

ল্লা-হুম্মা রব্বানা ~ আন্যিল্ 'আলাইনা- মা — য়িদাতাম্ মিনাস্ সামা — য়ি তাকূনু লানা-'ঈদাল্ লিআওয়্যালিনা-অ আ-খিরিনা-

হে রব! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পাঠাও, যা আমাদের ও আমাদের পূর্বের ও পরের সবার জন্য আনন্দস্বরূপ,

وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ

অ আ-ইয়াতাম্ মিন্কা, অরযুক্ব্না-অ আন্তা খাইরুর্ রা-যিক্বীন্। ১১৫। ক্বা-লাল্লা-হু ইন্নী মুনায্যিলুহা-'আলাইকুম্

আর তোমার নিদর্শন হবে । আমাদেরকে রিযিক দাও; তুমি উত্তম রিযিকদাতা। (১১৫) আল্লাহ বললেন, অবশ্যই আমি তা ১৫

فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ع ৭ ৫ রুকু

ফামাইঁ ইয়াকফুর্ বা'দু মিন্কুম্ ফাইন্নী ~ উ'আয্যিবুহূ 'আযা-বাল্লা ~ উ'আয্যিবুহূ ~ আহাদাম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্।

তোমাদের কাছে পাঠাব, তবে এরপর কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বের কাকেও দেব না।

﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ

১১৬। অ ইয ক্বা-লা ল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্না মারইয়ামা আ-আনতা ক্বুল্তা লিন্না-সিত্ তাখিযূনী অ

(১১৬) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও

أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ

উম্মিয়া ইলা-হাইনি মিন্ দূনিল্লা-হ্; ক্বা-লা সুব্হা-নাকা মা- ইয়াকূনু লী ~ আন্ আক্বূলা মা- লাইসা

আমার মাকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর? বলবে,পবিত্রতা আপনার, আমার পক্ষে মোটেও উচিৎ নয় যাহা আমার অধিকারে

لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي

লী বিহাক্ব্; ইন্ কুন্তু ক্বুল্তুহূ ফাক্বাদ্ 'আলিম্তাহ্; তা'লামু মা-ফী নাফ্সী অলা ~ আ'লামু মা-ফী

নেই তা বলা। আর বলে থাকলে আপনি তো তা জানতেন, আপনি তো মনের খবর জানেন, আপনার অন্তরের খবর আমি

ওয়াক্ফুন্নবী (ছাঃ)

نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٧﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِىْ بِهٖۤ

নাফ্সিক্ ; ইন্নাকা আন্তা 'আল্লা-মূল্ গুইয়ূব্ । ১১৭ । মা-ক্বুল্তু লাহুম্ ইল্লা-মা ~ আমার্তানী বিহী ~

জানি না' নিশ্চয়ই আপনি গায়েব সম্পর্কে অবহিত। (১১৭) আমি তো বলিনি, হ্যাঁ, শুধু যা আপনার নির্দেশ আমার

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا

আনি'বুদুল্লা-হা রব্বী অরব্বাকুম্ অকুনতু 'আলাইহিম্ শাহীদাম্ মা-দুম্তু ফীহিম্ ফালাম্মা-

ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র এবাদাত কর; আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম ততদিন যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম; যখন

تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٨﴾ اِنْ

তাওয়াফ্ফাইতানী কুন্তা আন্তার্ রাক্বীবা 'আলাইহিম্; অআন্তা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্ । ১১৮ । ইন্

তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই তো তত্ত্বাবধায়ক, আর সর্ব বিষয়ে আপনিই সাক্ষী। (১১৮) যদি

تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٩﴾ قَالَ

তু'আয্যিব্হুম্ ফাইন্নাহুম্ 'ইবা-দুকা, অ ইন্ তাগ্ফির্ লাহুম্ ফাইন্নাকা আনতাল্ 'আযীযুল হাকীম্। ১১৯। ক্বা-লা

শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (১১৯) আল্লাহ

اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

ল্লা-হু হা-যা- ইয়াওমু ইয়ান্ফা'উছ্ ছোয়া-দ্বিক্বীনা ছিদ্ক্বুহুম্; লাহুম্ জান্না-তুন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল

বলবেন, আজকের দিনে সত্যবাদীরা সততার জন্য উপকৃত হবে ; তাদের জন্য জান্নাত, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা।

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্হুম্ অরাদ্বূ 'আন্হু; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম।

আর সেখানে তারা চিরদিন থাকবে: আল্লাহ্ তাদের প্রতি এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট: এটাই বড় সাফল্য।

১৬ ع ৫ ৬ রুকু

﴿١٢٠﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

১২০। লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অমা- ফীহিন্না; অহুঅ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্।

(১২০) আসমান, যমীন ও এদের মধ্যকার সব কিছু আল্লাহর; আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সূরা আন্'আম
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৬৫
রুকূ ঃ ২০

﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বোয়া অ জা'আলাজ্জুলুমা-তি অন্নূর্;

(১) সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করছেন তিনি আঁধার ও আলো সৃষ্টি করছেন ;

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ

ছুম্মাল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্ ইয়া'দিলূন্। ২। হুঅল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ ত্বীনিন্ ছুম্মা
তারপরও কাফেররা রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে মৃত্যুর সময়

قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ

ক্বাদোয়া ~ আজ্বালা-; অআজ্বালুম্ মুসাম্মান্ 'ইন্দাহূ ছুম্মা আন্তুম্ তাম্তারূন্। ৩। অহুঅল্লা-হু ফিস্ সামা-ওয়া-তি
নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর কাছে বস্তুর নির্দিষ্ট কাল আছে; তারপরও তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ আসমান ও

وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِم

অ ফিল্ আরদ্ব্; ইয়া'লামু সির্‌রাকুম্ অজ্বাহ্‌রাকুম্ অ ইয়া'লামু মা-তাক্সিবূন্। ৪। অ মা-তা''তীহিম্
যমীনে; তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, তোমাদের অর্জিত সব কিছুও তিনি জানেন। (৪) আর রবের পক্ষ থেকে

مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا

মিন্ আ-ইয়াতিম্ মিন্ আ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ ইল্লা- কানূ-'আন্হা- মু'রিদ্বীন্। ৫। ফাক্বাদ্ কায্যাবূ বিল্‌হাক্ব্ক্বি লাম্মা-
যে নিদর্শনই এসেছে, তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। (৫) অনন্তর তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে যখনই তাদের কাছে

جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ

জ্বা — য়াহুম্; ফাসাওফা ইয়া''তীহিম্ আম্বা — উ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্‌যিঊন্। ৬। আলাম্ ইয়ারাও কাম্
সত্য এসেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত। শীঘ্রই তার খবর তাদের কাছে পৌছবে। (৬) তারা কি দেখে না, ইতোপূর্বে

أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا

আহ্‌লাক্‌না-মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মিন্ ক্বার্‌নিম্ মাক্কান্না-হুম্ ফিল্ আরদ্বি মা-লাম্ নুমাক্কিল্ লাকুম্ অ আর্‌সাল্‌নাস্
কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তাদেরকে আমি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যা তোমাদেরকে করি নি। আর

السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم

সামা — আ 'আলাইহিম্ মিদ্‌রা-রাওঁ অজ্বা'আল্‌নাল্ আন্‌হা-রা তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহিম্ ফাআহ্‌লাক্‌না-হুম্
আমি তাদের উপরে অঝোর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি আর তাদের নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত করেছি। অতঃপর তাদের পাপের

ফযীলত ঃ সূরা আনআমঃ সূরা আনআমই একমাত্র এমন একটি সূরা যা আদ্যপান্ত এক সাথে একই সময়ে নাযিল হয়। এটি রাতের বেলা নাযিল হয়। তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমানের প্রান্তভাগে সমবেত অবস্থায় নানান স্তুতি যপে লিপ্ত ছিলেন যার কলরবে চতুর্দিক মুখরিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও তাদের সঙ্গে দুবার উচ্চারণ করে সেজদায় পতিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা রাত-দিন দোয়া করতে থাকেন। **শানেনুযূল ঃ** এই পবিত্র সূরা মক্কায় নাযিল হয়। তফসীরকাররা মদিনায় অবতারিত সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার পূর্বে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (ছঃ)- এর মক্কা অবস্থানের শেষ বছরে এই সূরার অবতারণকাল নির্দেশ করেছেন। তাঁরা আরও নির্দেশ করেছেন যে, এই সূরার সমস্ত অংশ একবারে এবং একই সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। (তঃ ইবনে আব্বাস ও কবির)। নামকরণ ঃ পৌত্তলিক কাফেররা মূর্তি-পূজার সাথে যে সকল অনুষ্ঠানে অদ্বিতীয় আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে থাকে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব-জন্তু তাদের কল্পিত দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ অথবা বলিদান করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এই সূরার 'আন'আম' নামকরণ যে বিশেষ উপযোগী হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সূরা ১৬৬ আয়াতে এবং ২০ রুকুতে বিভক্ত হয়েছে। কেউ কেউ এর আয়াত সংখ্যা ১৬৫ বলেও নির্দেশ করেছেন। (বঃ কোঃ) **শানেনুযূল ঃ আয়াত- ৬ ঃ** ইবনে হারেছ, নওফল ইবনে খোয়াইলিদ এবং ইবনে উমাইয়া মাখযুমী রাসূল (ছঃ) কে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা ঈমান আনব না যাবত তোমার নিকট প্রকাশ্যে কোন ফেরেশতা আগমন না করে, আর তাঁর নিকট এমর্মে কোন লিপিকারও থাকতে হবে যে, তুমি সত্যই আল্লাহর রাসূল এবং এ মর্মে তাদেরকে সাক্ষ্যও প্রদান করতে হবে । তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٦ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

বিযুনূবিহিম অআন্শা'না-মিম বা'দিহিম্ ক্বারনান্ আ-খারীন্। ৭। অলাও নাযযাল্না- 'আলাইকা কিতা-বান্ ফী
কারণে ধ্বংস করেছি; তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। (৭) আর যদি নাযিল করতাম আপনার কাছে

قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

ক্বিরত্বোয়া-সিন্ ফালামাসূহু বিআইদীহিম্ লাক্ব-লাল্লাযীনা কাফারু ~ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-সিহ্রুম্ মুবীন।
কাগজে লিখিত কিতাব আর তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করত, তবুও কাফেররা অবশ্যই বলত, এতে সুস্পষ্ট যাদু।

٨ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ

৮। অক্বা-লূ লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি মালাক; অলাও আন্যাল্না- মালাকাল্ লাক্বু দ্বিয়াল্ আম্রু ছুম্ম লা- ইয়ুন্জোয়ারূন্।
(৮) বলে, ফেরেশতা আসে না কেন? ফেরেশ্তা পাঠালে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেতো তখন তারা অবকাশ পেত না।

٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

৯। অলাও জ্বা'আল্না-হু মালাকাল্ লাজ্বা'আল্না-হু রাজুলাওঁ অলালাবাস্না-'আলাইহিম্ মা-ইয়াল্বিসূন্ ।১০। অ লাক্বাদিস্ তুহ্যিয়া
(৯) ফেরেশতা রাসূল করে পাঠালে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং তাদেরকে এখনকারমত সন্দেহে ফেলতাম। (১০) নিশ্চয়ই

১ ع ১০ ৭ রুকু

بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ফাহা-ক্বা বিল্লাযীনা সাখিরূ মিনহুম মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন্।
আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথেও উপহাস করেছে, যা নিয়ে তারা উপহাস করত তা তাদেরকে ঘিরে ধরেছিল।

١١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

১১। ক্বু-ল্ সীরূ ফিল্ আর্দ্বি ছুম্মান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-কিবাতুল্ মুকায্যিবীন।
(১১) বলুন, যমীনে ভ্রমণ কর, দেখ কিরূপ হয়েছে তাদের পরিণাম যারা অস্বীকার করেছে।

١٢ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ

১২। ক্বু-ল্লিমাম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি ; ক্বু-ল্ লিল্লা-হ্; কাতাবা 'আলা-নাফ্সিহির রহ্মাহ্;
(১২) বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু কার? বলুন, আল্লাহ্র; তিনি নিজেই রহমতের দায়িত্ব নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا

লাইয়াজ্ব মা'আন্নাকুম্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রাইবা ফীহ্; আল্লাযীনা খাসিরূ আনফুসাহুম্ ফাহুম্ লা-
আখেরাতে তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন; যারা ক্ষতি করে তারা ঈমান •

যোগসূত্র ঃ আয়াত-৭ঃ পূর্বের আয়াতে কাফেরদের অস্বীকৃতিত এবং উপেক্ষার বর্ণনা ছিল যা তাওহীদের সাথে সম্পর্ক ছিল। অত্র আয়াতে তাদের সেই মিথ্যা আরোপ ও হঠধর্মীতে তাদের দৃঢ় থাকার বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত এই বিষয়দ্বয় মূলতঃই তাদের ক্রমপর্যায়ের অপরাধ তাই উক্ত ক্রমে উল্লেখ করা হয়। (বঃ কোঃ)
আয়াত-১০ঃ এতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের এরূপ চালচলন নতুন কিছু নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও তারা এরূপ চালচলনই করেছিল। (বঃ কোঃ)

يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٤﴾ قُلْ

ইয়ু''মিনূন্।১৩। অলাহূ মা-সাকানা ফিল্লাইলি অন্নাহা-র্; অহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ১৪। কুল্

আনবে না। ১৩। তাঁরই জন্য রাতে ও দিনে যারা অবস্থান করে; তিনি সর্বশ্রোতা, বিজ্ঞ। (১৪) বলুন,

أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ

আগাইরাল্লা-হি আত্তাখিযু অলিয়্যান্ ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অহুঅ ইয়ুত্ব্'ইমু অলা-ইয়ুত্ব্'আম্;

আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কি সহায় বানাব? তিনি আহার দেন, তাঁকে কেউ আহার দেয় না,

قُلْ إِنِّيْٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

কুল্ ইন্নী ~ উমির্তু আন্ আকূনা আওয়্যালা মান্ আস্লামা অলা- তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্।

বলুন, প্রথম মুসলিম হওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন।

﴿١٥﴾ قُلْ إِنِّيْٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ

১৫। কুল্ ইন্নী ~ আখা-ফু ইন্ 'আছোয়াইতু রব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ১৬। মাইঁ ইয়ুছ্রাফ 'আনহু

(১৫) বলুন, আমি যদি রবের নাফরমানি করি, তবে মহাদিনের শাস্তির ভয় করি। (১৬) সেদিন যাকে রক্ষা করা হবে

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا

ইয়াওমায়িযিন্ ফাক্বাদ্ রহিমাহ্; অযা-লিকাল্ ফাওযুল্ মুবীন্। ১৭। অইঁ ইয়াম্সাস্কাল্লা-হু বিদ্বুররিন ফালা-

শাস্তি হতে, সে-ই তাঁর অনুগ্রহ পাবে; এটাই সুস্পষ্ট সফলতা। (১৭) আর আল্লাহ আপনাকে ক্ষতিতে ফেললে,

كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾ وَهُوَ

কা-শিফা লাহূ ~ ইল্লা-হু অইঁ ইয়াম্সাস্কা বিখাইরিন ফাহুঅ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।১৮। অ হুঅল

তিনি ভিন্ন কেউ তা দূর করার নেই। তিনি যদি মঙ্গল করেন তবে তিনিই সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (১৮) আর তিনি

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٩﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ

ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহ্; অহুঅল হাকীমুল্ খাবীর্। ১৯। কুল আইয়্যু শাইয়িন্ আক্বারু শাহা-দাহ্;

স্বীয় বান্দাহ্দের উপর পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ, হেকমত ওয়ালা। (১৯) বলুন, সাক্ষ্য দানে বড় কে? বলে দিন.

قُلِ اللّٰهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ

কুলিল্লা-হু শাহীদুম্ বাইনী অবাইনাকুম্ অ উহিয়া ইলাইয়্যা হা-যাল্ কুরআ-নু লিউন্যিরাকুম্

আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, এ কোরআন আমার প্রতি নাযিল হয়েছে যেন তা তোমাদেরকে ও যার

بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى ۚ قُلْ لَّآ أَشْهَدُ ۚ

বিহী অমাম্ বালাগ্; আয়িন্নাকুম্ লাতাশ্হাদূনা আন্না মা'আল্লা-হি আ-লিহাতান্ উখরা-; কুল্ লা ~ আশ্হাদু,

কাছে পৌছে তাকে সাবধান করি; তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ্ আছে? বলুন, এমন সাক্ষ্য

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

ক্ব্ল্ ইন্নামা-হুঅ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুওঁ অইন্নানী বারী — উম্ মিম্মা-তুশরিকূন্। ২০। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা

আমি দেই না; বলুন, তিনি একমাত্র ইলাহ্। তোমরা যে শরীক কর তা থেকে আমি মুক্ত। (২০) যাদেরকে কিতাব দিলাম

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ★

ইয়া'রিফূনাহূ কামা-ইয়া'রিফূনা আব্না — আহুম্। আল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্ফুসাহুম ফাহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্।

তারা তাঁকে আপন সন্তানদের মত চিনে; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

ع ১০ ৮ রুকু

﴿٢١﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ

২১। অমান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্; ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুজ্

(২১) যে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলে বা তাঁর আয়াতকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় যালিম কে? জালিমরা কখনও

الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَكُوْٓا اَیْنَ

জোয়া-লিমূন্। ২২। অইয়াওমা নাহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন্ ছুম্মা নাক্বূলু লিল্লাযীনা আশ্রাকূ ~ আইনা

সফল হবে না। (২২) স্মরণ কর, যেদিন তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর মুশরিকদের বলব, তোমাদের

شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِیْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا

শুরাকা — উ কুমুল্লাযীনা কুন্তুম্ তায্'উমূন্। ২৩। ছুম্মা লাম্ তাকুন্ ফিত্নাতুহুম্ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ

দাবী করা শরীকরা কোথায়? (২৩) তাদের কোন ওযর পেশ করার মত থাকবে না বরং বলবে, আমাদের রব আল্লাহর

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِیْنَ ﴿٢٤﴾ اُنْظُرْ كَیْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

অল্লা-হি রব্বিনা- মা- কুন্না- মুশ্রিকীন্। ২৪। উন্জুর্ কাইফা কাযাবূ 'আলা ~ আন্ফুসিহিম্ অদ্বোয়াল্লা 'আন্হুম্

কসম; আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখুন, নিজেদেরই বিরুদ্ধে তারা কেমন মিথ্যা বলছে। আর তাদের মিথ্যা

مَّا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَّسْتَمِعُ اِلَیْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً

মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্।২৫। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াস্তামি'উ ইলাইকা অজ্বা'আল্না-'আলা- ক্বু-লূবিহিম্ আকিন্নাতান্

রচনা নিস্ফল হল? (২৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান পাতে; আমি তাদের অন্তরে আবরণ ফেলে রেখেছি

اَنْ یَّفْقَهُوْهُ وَفِیْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ یَّرَوْا كُلَّ اٰیَةٍ لَّا یُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ

আইঁ ইয়াফ্ক্বাহূহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্ব্‌রা-; অইঁ ইয়ারাও কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইয়ু'মিনূ বিহা-;

যেন তারা বুঝতে না পারে, তাদের কানে আছে বধিরতা; যদি তারা সকল নিদর্শন দেখেও তারা তাতে ঈমান আনবে না;

আয়াত-২৪ ঃ কতিপয় মুফাস্‌সিরের মতে যারা মিথ্যা কসম খেয়ে তাদের শিরক করাকে অস্বীকার করবে, তারা হল সেসব লোক যারা সরাসরি সৃষ্ট জীবকে আল্লাহ্ বা আল্লাহর প্রতিনিধি করে নি। তবে তারা আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বণ্টন করে দিয়েছে। (বাহারে মুহীত) শানেনুযূল ঃ আয়াত- ২৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, আবুসুফিয়ান ইবনে হরব, অলীদ ইবনে মুগীরা, নযর ইবনে হারছ, ওতবা ও শায়বা ইবনে রবীয়া এবং উমাইয়া ও উবাই ইবনে খলফ, রাসূল (ছঃ)-এর কুরআন পাঠ শুনে সকলেই নযরকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি বুঝলে? সে বলল, এসব কিছুতে কেবল মুহাম্মদের ঠোঁট নাড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু বুঝা যায় না, মনে হয় পুরানো কিছু গল্প বলছে যেমন আমি বলে থাকি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ

হাত্তা ~ ইযা- জ্বা — ঊ কা ইয়ুজ্বা-দিলূনাকা ইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ ~ ইন্ হা ~ যা ~ ইল্লা আসা-ত্বীরুল্

এমন কি যখন আপনার কাছে এসে তর্ক করে, তখন যারা কাফের তারা বলে যে, এটা তো শুধু পুরান

الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

আওয়্যালীন্। ২৬। অহুম্ ইয়ান্হাওনা 'আন্হু অইয়ান্আওনা 'আন্হু অইঁ ইয়ুহ্লিকূনা ইল্লা ~ আন্ফুসাহুম্

কাহিনী। (২৬) আর তারা তা থেকে অন্যকে বিরত রাখে আর নিজেরাও বিরত থাকে; তারা নিজেকেই ধ্বংস করে, অথচ বুঝেও

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا

অমা- ইয়াশ্'উরূন্। ২৭। অলাও তারা ~ ইয্ উক্বিফূ 'আলান্না-রি ফাক্বা-লূ ইয়া-লাইতানা- নুরাদ্দু অলা-

তারা বুঝে না (২৭) দোযখের পাশে তাদের অবস্থান যদি দেখতেন। তখন তারা বলে, হায়! যদি পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরিত

نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٨﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ

নুকায্যিবা বিআ-ইয়া-তি রব্বিনা- অনাকূনা মিনাল্ মু''মিনীন্। ২৮। বাল্ বাদা-লাহুম মা-কা-নূ ইয়ুখ্ফূনা

হতাম, তবে রবের আয়াতকে অস্বীকার করতাম না, মুমিন হয়ে যেতাম। (২৮) না, ইতোপূর্বে তারা যা গোপন করত

مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ

মিন্ ক্বাব্ল; অলাও রুদ্দূ লা 'আ-দূ লিমা- নুহূ 'আন্হু অইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ২৯। অক্বা-লূ ~ ইন্

এখন তা প্রকাশিত হয়েছে; তারা ফিরলে নিষিদ্ধ কাজ আবার করবে নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) আর তারা বলে,

هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ

হিয়া ইল্লা- হাইয়া-তুনাদ্দুন্ইয়া-অমা- নাহ্নু বিমাব্‌উ'ছীন্। ৩০। অলাও তারা ~ ইয্ উক্বিফূ 'আলা-রব্বিহিম্;

পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩০) আর আল্লাহর সামনে তাদের অবস্থান যদি

قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا

ক্ব-লা আলাইসা হা-যা- বিল্হাক্ব্; ক্ব-লূ বালা-অরব্বিনা-; ক্ব-লা ফাযূকুল্ 'আযা-বা বিমা-

আপনি দেখতেন? বলবেন, এটা কি সত্য নয় বলবে, হ্যাঁ রবের শপথ; বলবেন, কুফ্‌রীর কারণে

كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣١﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَتْهُمُ ع ৩ ১০ ৯ রুকু

কুন্তুম্ তাক্ফুরূন্। ৩১। ক্বাদ্ খাসিরাল্লাযীনা কায্যাবূ বিলিক্বা — য়িল্লা-হ্; হাত্তা ~ ইযা- জ্বা — য়াত্হুমুস্

শাস্তি ভোগ কর। (৩১) নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহর সাক্ষাতকে যারা মিথ্যা বলেছে, এমনকি হঠাৎ যখন তাদের

السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ

সা-'আতু বাগ্তাতান্ ক্বা-লূ ইয়া-হাস্রাতানা-'আলা-মা-ফাররাত্ব্না-ফীহা- অহুম্ ইয়াহ্মিলূনা আওযা-রাহুম্

নিকটে কিয়ামত উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে হায়! কতই না অবহেলা করছি। আর তারা তাদের পাপের

عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۭ اَلَا سَاۤءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ

'আলা-জুহূরিহিম্; আলা- সা — য়া মা- ইয়াযিরূন্। ৩২। অমাল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া ~ ইল্লা-লা'ইবুঁও অলাহ্উন্;

বোঝা বহন করবে; তাদের বোঝা কতই না নিকৃষ্ট। (৩২) পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা বৈ কিছু নয়;

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٣﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ

অলাদ্দা-রুল্ আ-খিরাতু খাইরুল্ লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূনা আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৩৩। ক্বাদ্ না'লামু ইন্নাহূ

মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম। (৩৩) আমি অবশ্যই বুঝি, তাদের উক্তিসমূহ

لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

লা-ইয়াহ্যুনুকাল্লাযী ইয়াকূলূনা ফাইন্নাহুম্ লা-ইয়ুকায্যিবূনাকা অলা-কিন্নাজ্জোয়া-লিমীনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি

আপনাকে চিন্তিত করে কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যা বলে না বরং যালিমরা আল্লাহ্র আয়াতকে

يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا

ইয়াজ্হাদূন্। ৩৪। অলাক্বাদ্ কুয্যিবাত্ রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ফাছোয়াবারূ 'আলা মা- কুয্যিবূ

অস্বীকার করে। (৩৪) আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল আপনার পূর্বে বহু রাসূলকে। মিথ্যা প্রচার ও কষ্ট সহ্য করছিলেন

وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَاۤءَكَ مِنْ

অউযূ হাত্তা ~ আতা-হুম্ নাছরুনা-অলা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিল্লা-হি অলাক্বাদ্ জ্বা — য়াকা মিন্

আমার সাহায্য তাদের নিকট না পৌছা পর্যন্ত। আর আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন হয় না; রাসূলদের কিছু খবর তো

نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٥﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ

নাবায়িল্ মুর্সালীন্। ৩৫। অইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকা ই'রা-দুহুম্ ফাইনিস্তাত্বোয়া'তা

আপনার কাছে এসেছে। (৩৫) আর যদি তাদের উপেক্ষা আপনার কাছে অসহনীয় হয়, তবে শক্তি থাকলে অন্বেষণ

اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاۤءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۭ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ

আন্ তাব্তাগিয়া নাফাক্বান্ ফিল্ আর্দ্বি আও সুল্লামান্ ফিস্ সামা — য়ি ফাতা'' তিয়াহুম্ বিআ-ইয়াহ্; অলাও শা — য়াল্লা-হু

করে নিন ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশে কোন সিঁড়ি এবং তাদের জন্য নিদর্শন আনুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٦﴾ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ

লাজ্বামা'আহুম্ 'আলাল্ হুদা-ফালা-তাকূনান্না মিনাল্ জ্বা-হিলীন্। ৩৬। ইন্নামা-ইয়াস্তাজ্বীবুল্লাযীনা

সকলকে সৎপথে একত্র করতেন। অতএব, আমি দলভুক্ত হব না অজ্ঞ মূর্খদের। (৩৬) তারাই আহ্বানে সাড়া দেয় যারা

● অর্থাংশ ওয়াকফে গোফরান

আয়াত-৩১ ঃ হাদীসে আছে, ক্বিয়ামতের দিনে সৎ লোকদের আ'মল তাদের বাহন হবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজ-কর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৩২ ঃ এখানে পার্থিব জীবনকেই খেলা-ধূলার বস্তু বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং যে সকল কার্যকলাপ পরকালের সহায় নয় শুধু সেগুলোকেই খেলা-ধূলার বস্তু বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) আয়াত-৩৪ ঃ ইমাম সুদ্দী (রঃ) হতে বর্ণিত একবার দু'জন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবু জাহেলের মধ্যে সাক্ষাত হলে আখনাস আবু জাহেলকে জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা কি? আবু জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, মুহাম্মদ (ছঃ) সত্যবাদী। কিন্তু কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই' এসব গৌরব ও মহত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হবে, একথা আমরা মেনে নিতে পারি না। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। (তাফঃ মাযঃ)

يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ ওয়াক্বফে মানযিল

ইয়াস্‌মা'উন্‌; অল্‌মাওতা- ইয়াব্‌'আছুহুমুল্লা-হু ছুম্মা ইলাইহি ইয়ুরজ়া'উন্‌ ।৩৭। অক্ব-লূ লাওলা-নুয্‌যিলা

আন্তরিকতার সাথে শোনে; আল্লাহ মৃতদের পুনজীবিত করবেন; পরে তাঁর দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন। (৩৭) তারা বলে, রবের

عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

'আলাইহি আ-ইয়াতুম্‌ মির্‌ রব্বিহ্‌; ক্বুল্‌ ইন্নাল্লা-হা ক্বা-দিরুন্‌ 'আলা ~ আই য়ুনায্‌যিলা আ-ইয়াতাওঁ অলা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্‌ লা-

নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদর্শন নাযিলে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা

يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

ইয়া'লামূন্‌। ৩৮। অমা-মিন্‌ দা —ব্বাতিন্‌ ফিল্‌ আর্‌দ্বি অলা-ত্বোয়া — য়িরিই ইয়াত্বীরু বিজ়ানা-হাইহি ইল্লা ~ উমামুন্‌

বুঝে না। (৩৮) সমগ্র জগতে যত প্রকার বিচরণশীল জীব বা ডানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখী তারা সকলে তোমাদের

أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٩﴾ وَ

আম্‌ছা-লুকুম; মা-ফার্‌রাত্ব্‌না ফিল্‌ কিতা-বি মিন্‌ শাইয়িন্‌ ছুম্মা ইলা-রব্বিহিম্‌ ইয়ুহ্‌শারূন্‌। ৩৯। অল্‌

মত একটি উম্মত (২); কিতাবে কিছুই বাদ দেই নি; পরে সকলকে রবের কাছে একত্র করা হবে। (৩৯) যারা

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ

লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ছুম্মুওঁ অবুকমুন্‌ ফিজ্জুলুমা-ত্‌; মাইঁ ইয়াশায়িল্লা-হু ইয়ুদ্ব্‌লিল্‌হু

আমার আয়াতকে মিথ্যা জানে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী

وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ

অমাইঁ ইয়াশাইয়াজ্‌'আল্‌হু 'আলা- ছিরা-ত্বিম্‌ মুসতাক্বীম্‌। ৪০। ক্বুল্‌ আরায়াইতাকুম্‌ ইন্‌ আতা-কুম্‌ 'আযা-বু

করেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে রাখেন। (৪০) বলুন, বল তো দেখি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শাস্তি বা কিয়ামত

اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ بَلْ إِيَّاهُ

ল্লা-হি আও আতাত্‌কুমুস্‌ সা-'আতু আগাইরাল্লা-হি তাদ্‌'উনা ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ ছোয়া-দিক্বীন। ৪১। বাল্‌ ইয়্যা-হু

আসলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তখন কেবল ৪

تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾ وَ ع ১১ ১০ রুকু

তাদ্‌'উনা ফাইয়াক্‌শিফু মা- তাদ্‌'উনা ইলাইহি ইন্‌ শা — য়া অতান্‌সাওনা মা-তুশরিকূন্‌। ৪২। অ

তাকেই ডাকবে; ইচ্ছে করলে দূর করতে পারেন; (ঐ সময়) তোমরা শরীকদের ভুলে যাবে। (৪২) আপনার

لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

লাক্বাদ আর্‌সাল্‌না ~ইলা ~ উম্মামিম্মিন্‌ ক্বাব্‌লিকা ফাআখায্‌না-হুম্‌ বিলবা"সা — য়ি অদ্বদ্বোয়ারবা — য়ি লা'আল্লাহুম্‌

পূর্বেও জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি ; তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, যেন তারা

يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ

ইয়াতাদ্বোয়ার্‌রা'উন্। ৪৩। ফালাওলা ~ ইয্ জ্বা — য়াহুম্ বা''সুনা-তাদ্বোয়ার্‌রা'উ অলা-কিন্ ক্বাসাত্ ক্বুলূবুহুম্ অযাইয়্যানা
বিনীত হয়। (৪৩) অতঃপর যখন তাদের উপর আমার শাস্তি আসল তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হল,

لَهُمُ الشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৪৪। ফালাম্মা-নাসূ মা-যুক্কিরূ বিহী ফাতাহ্‌না-'আলাইহিম্
আর শয়তান তাদের কৃতকর্মকে শোভন করে দেখাল। (৪৪) অতঃপর যখন তারা উপদেশ ভুলে গেল, সকল কিছুর দরজা

أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

আব্‌ওয়া-বা কুল্লি শাইয়িন্ হাত্তা ~ ইযা-ফারিহূ বিমা ~ উতূ ~ আখায্‌না-হুম্ বাগ্‌তাতান্ ফাইযা-হুম্ মুব্‌লিসূন্।
খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সকল কিছু পেয়ে উল্লসিত, তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম, তখন তারা নিরাশ হল।

﴿٤٥﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

৪৫। ফাক্বুত্বি'আ দা-বিরুল্ ক্বাওমিল্লাযীনা জোয়ালামূ; অল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৪৬। ক্বুল্ আরায়াইতুম্
(৪৫) পরিশেষে জালিম কাওমের মুলোৎপাটিত হল; সকল প্রশংসা সারা জাহানের রব আল্লাহ্‌র। (৪৬) বলুন, তোমরা ভেবে

إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ

ইন্ আখাযাল্লা-হু সাম্'আকুম্ অ আব্‌ছোয়া-রাকুম্ অখাতামা 'আলা-ক্বুলূ বিকুম্ মান্ ইলা-হুন্ গাইরুল্লা-হি
দেখেছে কি? যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে সীল করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া

يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ

ইয়া''তীকুম্ বিহী; উন্‌জুর্ কাইফা নুছোয়ার্‌রিফুল্ আ-ইয়া-তি ছুম্মা হুম্ ইয়াছ্‌দিফূন্। ৪৭। ক্বুল্ আরায়াইতাকুম্
কোন্ ইলাহ্ তোমাদিগকে তা ফিরিয়ে দেয়; দেখ কিভাবে আয়াত বর্ণনা করি, তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) বলুন,

إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ

ইন্ আতা-কুম্ 'আযা-বুল্লা-হি বাগ্‌তাতান্ আও জ্বাহ্‌রাতান্ হাল্ ইয়ুহ্‌লাকু ইল্লাল্ ক্বাওমুজ্জোয়া-লিমূন্।
বল তো দেখি, আল্লাহর আযাব হঠাৎ বা প্রকাশ্যে আপতিত হলে জালিম কাওম ছাড়া অন্য কেউ ধ্বংস হবে কি?

﴿٤٨﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا

৪৮। অমা-নুর্‌সিলুল্ মুর্‌সালীনা ইল্লা-মুবাশ্‌শিরীনা অমুন্‌যিরীনা ফামান্ আ-মানা অআছ্‌লাহা ফালা-
(৪৮) আমি তো পাঠাচ্ছি রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই অতঃপর যে ঈমান আনে ও সংশোধিত হয়,

আয়াত-৪৫ ঃ হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে যখন টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তার মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন। এক ঃ প্রত্যেক কাজে মমতা ও মধ্যবর্তীতা। দুইঃ সাধুতা ও পবিত্রতা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তাদের জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নেয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নিবে যে, তাকে ঢিল দেয়া হয়েছে। তার এই ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। (ইবঃ কাঃ)

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿৪৯﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ

খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম ইয়াহ্যানূন। ৪৯। অল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ইয়ামাস্সু হুমুল 'আযা-বু

তার নেই কোন ভয়, নেই কোন দুঃখ। (৪৯) আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের উপর আমার

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿৫০﴾ قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ

বিমা-কা-নূ ইয়াফ্সুকূন্। ৫০। কুল্ লা ~ আকূলু লাকুম্ 'ইনদী খাযা — ইনুল্লা -হি অলা~ আ'লামুল্

শাস্তি আপতিত হবে। (৫০) বলুন, আমি বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে; আমি অদৃশ্য বিষয়

الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ط قُلْ هَلْ

গাইবা অলা ~ আকূলূ লাকুম্ ইন্নী মালাকুন্ ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা- মা- ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা; কুল্ হাল্

সম্বন্ধেও জানি না; আমি একথা বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি; যা আমার প্রতি নাযিল হয়; ৫ ع ৯ ১১ রুকু

يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ط اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿৫১﴾ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ

ইয়াস্তাওয়িল্ আ'মা- অল্ বাছীর; আফালা- তাতাফাক্কারূন্। ৫১। অ আন্যির্ বিহিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনা

বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না? (৫১) এটা (কোরআন) দ্বারা ঐসব লোককে সতর্ক করুন

اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ *

আঁই ইয়ুহ্শারূ ~ ইলা-রব্বিহিম্ লাইসা লাহুম্ মিন্ দূনিহী অলিয়্যুওঁ অলা- শাফী'উল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াত্তাকূন্।

যারা ভয় করে রবের দরবারে সমবেত হওয়ার; তিনি ছাড়া কোন অবিভাবক ও সুপারিশকারী নেই; যেন মুত্তাকী হতে পারে।

﴿৫২﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا

৫২। অলা তাত্বরুদিল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা রব্বাহুম্ বিল্গাদা-তি অল্'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা অজ্হাহূ; মা-

(৫২) আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে ডাকে তাদেরকে তাড়াবেন না; তাদের

عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

'আলাইকা মিন্ হিসা-বিহিম্ মিন্ শাইয়িঁও অমা-মিন্ হিসা-বিকা 'আলাইহিম্ মিন্ শাইয়িন ফাতাত্বরুদাহুম্

কোন কর্মের হিসাব আপনার দায়িত্বে নয়, আপনার কোন কর্মের হিসাবও তাদের উপর নয়; তাড়ালে জালিমদের

فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿৫৩﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ

ফাতাকূনা মিনাজোয়া-লিমীন্। ৫৩। অ কায়া-লিকা ফাতান্না- বা'দ্বোয়াহুম্ বিবা'দ্বিল্ লিইয়াকূলূ ~ আহা ~ উলা — য়ি মান্না

অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৫৩) আমি এভাবে একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করছি যেন তারা বলে- আল্লাহ কি আমাদের

اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿৫৪﴾ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ

ল্লা- হু 'আলাইহিম্ মিম্ বাইনিনা-; আলাইসাল্লা-হু বিআ'লামা বিশ্শা-কিরীন্। ৫৪। অইযা-জ্বা — য়াকাল্লাযীনা

মধ্যে এদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে জানেন না?(৫৪) আর যখন আমার আয়াতে বিশ্বাসীরা

يؤمنون بايتنا فقل سلم عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل

ইয়ু"মিনূনা বিআ-ইয়া-তিনা-ফাক্বুল্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ কাতাবা রব্বুকুম্ 'আলা-নাফ্সিহির্ রহ্মাতা আন্নাহূ মান্ 'আমিলা
আপনার কাছে আসে, তখন বলুন, তোমাদের প্রতি তোমাদের রব রহমতকে স্বীয় দায়িত্বে নির্ধারণ করেছেন। তোমাদের

منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم (৫৫) و

মিন্কুম্ সু — য়াম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ছুম্মা তা-বা মিম্ বা'দিহী ওয়া আছ্লাহা ফাআন্নাহূ গাফূরুর্ রহীম। ৫৫। অ
কেউ অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ করে তারপর তওবা করলে ও সংশোধন হলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৫৫) এভাবে

৬ ع ৫ ١٢ রুকু

كذلك نفصل الايت ولتستبين سبيل المجرمين (৫৬) قل اني نهيت ان

কাযা-লিকা নুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি অ লিতাস্তাবীনা সাবীলুল্ মুজ্ রিমীন্। ৫৬। ক্বুল্ ইন্নী নুহীতু আন্
আমি আয়াত বর্ণনা করি, যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়। (৫৬) বলুন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা

اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت

আ'বুদাল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; ক্বুল্ লা ~ আত্তাবি'উ আহ্ওয়া — য়াকুম্ ক্বাদ্ দ্বোয়ালাল্তু
ডাক, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে; বলুন, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ আমি করি না; করলে আমি

اذا وما انا من المهتدين (৫৭) قل اني على بينة من ربي وكذبتم به

ইযাওঁ অমা ~ আনা মিনাল্ মুহ্তাদীন্। ৫৭। ক্বুল্ ইন্নী 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রব্বী অকায্যাব্তুম্ বিহ্;
পথভ্রষ্ট হব; সৎপথপ্রাপ্ত হব না। (৫৭) বলুন, আমি রবের স্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম আছি, অথচ তোমরা ওকে মিথ্যা

ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير

মা- 'ইন্দী মা- তাস্তা'জ্বিলূনা বিহ্; ইনিল্ হুক্মু ইল্লাল্লা-হ্; ইয়াক্বু ছ্ছুল্ হাক্ব্ ক্বা অহুঅ খাইরুল্
বলছ; যা সত্বর চাও তা আমার কাছে নেই, হুকুম তো একমাত্র আল্লাহ্রই; তিনি সত্য বর্ণনা করেন আর উত্তম

الفصلين (৫৮) قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني و

ফা-ছিলীন্। ৫৮। ক্বুল্ লাও আন্না 'ইনদী মা- তাস্তা'জ্বিলূনা বিহী লাক্বু দ্বিয়াল আম্রু বাইনী অ
মীমাংসাকারী। (৫৮) বলুন, তোমরা যা সত্বর চাও, তা আমার কাছে থাকলে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে মীমাংসা

بينكم والله اعلم بالظلمين (৫৯) وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو

বাইনাকুম; অল্লা-হু আ'লামু বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৫৯। অ 'ইনদাহূ মাফা-তিহুল্ গাইবি লা-ইয়া'লামুহা ~ ইল্লা- হূ;
হয়ে যেত, আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে অবহিত। (৫৯) গায়েবের চাবি তো তাঁরই কাছে, তিনিই তা জানেন, জল-স্থলের সব কিছু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৪ ঃ একদা কতিপয় মুসলমান রাসূল (ছঃ) এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বড় গুনাহ্গার আমাদের তওবার উপায় কি বলুন। তখন রাসূল (ছঃ) কিছুক্ষণ অহীর অপেক্ষা করলেন এবং তৎপর আশার বাণী নিয়ে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৫৯ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের ভাণ্ডার শব্দের ব্যাখ্যায় পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ১। ক্বিয়ামত কখন হবে। ২। বৃষ্টি কখন বর্ষিবে। ৩। গর্ভবতীর পেটে কি সন্তান আছে। ৪। মানুষ আগামীকাল কি অর্জন করবে এবং ৫। কোন মাটিতে সে মৃত্যুবরণ করবে। (সূরা লুকমান ৩৪ আয়াত) হাদীসে আছে গায়েবী ইলমের কোন কোন বিষয় আল্লাহ নবীদেরকে অহী দ্বারা এবং অলীদেরকে ইলহাম দ্বারা জানিয়ে দেন। যেমন নবীরা কবরের আযাব, হাশরের ভয়াবহ অবস্থা, দোযখের আযাব এবং

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي

অইয়া'লামু মা-ফিল্‌ বার্‌রি অল্‌বাহ্‌র; অমা-তাস্‌কুত্বু মিওঁ অরাক্বাতিন্‌ ইল্লা- ইয়া'লামুহা- অলা- হাব্বাতিন্‌ ফী
তিনিই জানেন, একটি পাতাও ঝরে না তাঁর অজ্ঞাতে; মাটির ভেতর একটি দানা নেই,

ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الَّذِي

জুলুমা-তিল্‌ আর্‌দ্বি অলা-রাত্ব্‌বিওঁ অলা- ইয়া-বিসিন্‌ ইল্লা- ফী কিতা-বিম্‌ মুবীন্‌। ৬০। অহুঅল্লাযী
নেই রসযুক্ত ও শুষ্ক বস্তু, যা স্পষ্টভাবে নেই কিতাবে। (৬০) আর তিনিই তো রাতে

يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ

ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম্‌ বিল্লাইলি অ ইয়া'লামু মা জ্বারাহ্‌তুম্‌ বিন্নাহা- রি ছুম্মা ইয়াব্‌'আছুকুম ফীহি লিইয়ুক্ব্‌দ্বোয়া ~ আজ্বালুম্‌
তোমাদের প্রাণ নিয়ে যান; তোমাদের দিনের কাজ সম্পর্কে জানেন, পরের দিন জাগান যেন জীবনের নির্দিষ্ট সময় ৭

مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ وَهُوَ ع ৫ ১৩

মুসাম্মান, ছুম্মা ইলাইহি মার্‌জি'উকুম্‌ ছুম্মা ইয়ুনাব্বিউকুম্‌ বিমা- কুন্‌তুম্‌ তা'মালূন্‌। ৬১। অহুঅল্‌ রুকু
পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল, পরে খবর দেবেন তোমাদের কৃতকর্মের। (৬১) তিনি স্বীয়

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহী অ ইয়ুর্‌সিলু 'আলাইকুম্‌ হাফাজোয়াহ্‌; হাত্তা ~ ইযা- জ্বা — য়া আহাদাকুমুল্‌ মাওতু
বান্দাদের ওপর মহাপরাক্রান্ত, তিনিই তোমাদের প্রতি ত্রাণকর্তা পাঠান; অবশেষে তোমাদের কারও মৃত্যু আসলে আমার

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ

তাওয়াফ্‌ফাত্‌হু রুসুলুনা- অহুম লা-ইয়ুফার্‌রিত্বূন্‌। ৬২। ছুম্মা রুদ্দু ~ ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল্‌ হাক্ব্‌; আলা-লাহুল্‌
প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নিয়ে নেয়, কোন ত্রুটি করে না। (৬২) পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে সত্য মাওলা আল্লাহ্‌র

الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

হুক্‌মু অহুঅ আস্‌রা'উল্‌ হা-সিবীন্‌। ৬৩। ক্বুল্‌ মাইঁ ইয়ুনাজ্জীকুম্‌ মিন্‌ জুলুমা-তিল্‌ বার্‌রি
কাছে। ওহে, হুকুম তো তাঁরই ; তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৬৩) বলুন, জল-স্থলের বিপদ হতে কে

وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ

অল্‌বাহ্‌রি তাদ্‌'উনাহূ তাদ্বোয়াররু'আওঁ অখুফ্‌ইয়াতান্‌, লায়িন্‌ আন্‌জ্বা-না-মিন্‌ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্‌
তোমাদেরকে মুক্তি দেবে যখন কাতরভাবে গোপনে তাঁকে এ বলে ডাক, আমাদিগকে মুক্তি দিলে অবশ্যই আমরা

الشَّاكِرِينَ ﴿٦٤﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ *

শা-কিরীন্‌। ৬৪। ক্বু লিল্লা-হু ইয়ুনাজ্জীকুম্‌ মিনহা -অমিন্‌ কুল্লি কারবিন্‌ ছুম্মা আন্‌তুম্‌ তুশ্‌রিকূন্‌।
কৃতজ্ঞ হব? (৬৪) বলুন, আল্লাহ্‌ই তা হতে ও সকল কষ্ট হতে মুক্তি দেবেন; তারপরও তোমরা শরীক করে থাক।

۝ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ

৬৫। কু্ল্ হুঅল্ ক্বা-দিরু 'আলা ~ আইঁ ইয়াব্'আছা 'আলাইকুম্ 'আযা-বাম্ মিন্ ফাওক্বিকুম্ আও মিন্ তাহ্তি

(৬৫) বলুন, তিনি উপর ও নিচ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ط انظُرْ كَيْفَ

আরজু্লিকুম্ আও ইয়াল্‌বিসাকুম্ শিয়া'আওঁ অইয়ুযীক্বা বা'দ্বোয়াকুম্ বা''সা বা'দ্ব; উন্‌জুর্ কাইফা

বিভক্ত করতে এবং পরস্পরকে যুদ্ধের স্বাদ দিতে সক্ষম। দেখুন, কিভাবে আমি বিভিন্ন প্রমানসমূহ বিভিন্ন

نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ط

নুছোয়াররিফুল্ আ-ইয়া -তি লা'আল্লাহুম্ ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৬৬। অকায্‌যাবা বিহী ক্বাওমুকা অহুঅল্ হাক্ব্;

পদ্ধতিতে বর্ণনা করি, যেন তারা বুঝে। (৬৬) আর আপনার কাওম তাকে (শাস্তিকে) মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য; আপনি

قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۝ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا

কু্ল লাস্‌তু 'আলাইকুম্ বিঅকীল্। ৬৭। লিকুল্লি নাবায়িম্ মুস্‌তাক্বার্‌রুওঁ অসাওফা তা'লামূন্। ৬৮। অইযা-

বলে দিন, আমি তোমাদের উকিল নই। (৬৭) সব বিষয়েরই নির্দিষ্ট সময় আছে, অচিরেই তোমরা জানবে। (৬৮) আর যখন

رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي

রায়াইতাল্লাযীনা ইয়াখূদ্বূনা ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-ফাআ'রিদ্ব 'আন্‌হুম্ হাত্তা-ইয়াখূদ্বূ ফী

তাদেরকে আমার আয়াতসমূহকে অযথা খুঁত অন্বেষণে মগ্ন দেখেন, তখন তাদের কাছ থেকে বিমুখ থাকুন যতক্ষণ না

حَدِيثٍ غَيْرِهِ ط وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ

হাদীছিন্ গাইরিহ্; অ ইম্মা- ইয়ুন্‌সিয়ান্নাকাশ্ শাইত্বোয়া-নু ফালা-তাক্ব্'উদ্ বা'দায় যিক্‌রা- মা'আল্ ক্বাওমিজ্

তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়; আর শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দিলে স্মরণ হওয়ার পর আর যালিমদের সাথে

الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ

জোয়া-লিমীন্। ৬৯। অমা-'আলাল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূনা মিন্ হিসা-বিহিম্ মিন্ শাইয়িওঁ অলা-কিন্ যিকরা-

বসবেন না। (৬৯) তাদের কোন কর্মের জবাবই মুত্তাকীদের যিম্মায় নয়; তবে তাদের দায়িত্ব হল উপদেশ দেয়া, যেন তারা

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ

লা'আল্লাহুম্ ইয়াত্তাক্বূন্। ৭০। অযারিল্লাযীনাত্তাখাযূ দীনাহুম্ লা'ইবাওঁ অলাহ্‌অওঁ অগার্‌রাত্ হুমুল্ হাইয়া-তুদ্

তাকওয়াধারী হতে পারে। (৭০) বর্জন করুন তাদের আর যারা দ্বীনকে খেল-তামাসা মনে করছে, পার্থিব জীবন তাদেরকে

জান্নাতের শাস্তির বিষয় যা ইলমে গায়েবের পর্যায়ভূক্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। মুলকথা হল, কোরআনের পরিভাষায় যাকে গায়েব বলা হয় তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই জানে না। (ইবঃ কাঃ, মাঃ কোঃ) আয়াত- ৬৫ ঃ এখানে তিন প্রকারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ১। যা উপরের দিক হতে আসে, যেমন– প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, প্রস্তর বৃষ্টি ইত্যাদি। ২। যা নিচের দিক হতে আসে, যেমন– ভূমিকম্প, ভূমি ধসিয়ে দেয়া ইত্যাদি। ৩। জাতি বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হবে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। (মাঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬৮ ঃ কাফেররা মুসলমানদের মজলিসে বসে কুরআন ও ইসলামের

الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ

দুন্‌ইয়া-অযাক্‌কির্‌ বিহী ~ আন্‌ তুব্‌সালা নাফ্‌সুম্‌ বিমা-কাসাবাত্‌ লাইসা লাহা-মিন্‌ দূনিল্লা-হি অলিয়্যুঁও

ধোঁকায় রেখেছে; উপদেশ দিন যেন স্বীয় কৃতকর্মের জন্য কেউ ধ্বংস না হয় যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোন

وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا

অলা- শাফী'উন্‌, অইন্‌ তা'দিল্‌ কুল্লা 'আদ্‌লিল্‌ লা-ইয়ু''খায্‌ মিন্‌হা-; উলা —য়িকাল্লাযীনা উব্‌সিলু

অবিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং স্বীয় কর্মের দরুন সবকিছু বিনিময় হিসাবে দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٧١ قُلْ ৮ ع ১০ ১৪ রুকু

বিমা - কাসাবূ, লাহুম্‌ শারা-বুম্‌ মিন্‌ হামীমিওঁ অ'আ-যা বুন্‌ আলীমুম্‌ বিমা-কা নূ ইয়াক্‌ফুরূন্‌। ৭১। ক্বুল্‌

এরাই ধ্বংস হবে; যেহেতু তারা কুফুরী করত, এদের জন্য গরম পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। (৭১) বলুন,

أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ

আনাদ্‌'উ মিন্‌ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়ান্‌ফা'উনা অলা-ইয়াদ্বুর্‌রুনা- অনুরাদ্দু 'আলা ~ আ'ক্বা-বিনা-বা'দা ইয্‌

আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে কি ডাকব, যা না কোন উপকার করে, আর না অপকার? আল্লাহ্‌র হেদায়েতের পর আমরা কি

هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ

হাদা-নাল্লা-হু কাল্লাযিস্‌ তাহ্‌অত্‌হুশ্‌ শাইয়া-ত্বীনু ফিল্‌ আরদ্বি হাইরা-না লাহূ ~ আছ্‌হা-বুইঁ

সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করছে; যদিও তার সহচররা

يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ

ইয়াদ্‌'উনাহূ ~ ইলাল্‌ হুদা'' তিনা-; ক্বুল ইন্না হুদাল্লা-হি হুঅল্‌ হুদা-; অউমির্‌না- লিনুস্‌লিমা

তাকে সুপথে ডাকে- আমাদের কাছে আস। বলুন, আল্লাহ্‌র পথই পথ; আর আমরা বিশ্ব রবের কাছ হতে আদিষ্ট হয়েছি

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٧٢ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

লিরব্বিল্‌ 'আ-লামীন্‌। ৭২। অআন্‌ আক্বীমুছ্‌ ছলা-তা অত্তাকূ-হ্‌; অহুঅল্লাযী ~ ইলাইহি তুহ্‌শারূন্‌।

আত্মসমর্পণ করতে। (৭২) আর নামায কায়েম করতে, তাঁকে ভয় করতে ও তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্র করা হবে

٧٣ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ

৭৩। অহুঅল্লাযী খালাক্বাস্‌ সামা- ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বোয়া বিল্‌হাক্ব্‌; অ ইয়াওমা ইয়াকূলু কুন্‌ ফাইয়াকূন্‌; ক্বাওলুহুল্‌ তিন চতুর্থাংশ

(৭৩) তিনিই যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, যখন বলেন, 'হও' তখনই হয়ে যায়; তাঁর কথা ঠিক;

الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ

হাক্ব্‌; অলাহুল্‌ মুল্‌কু ইয়াওমা ইয়ুন্‌ফাখু ফিছ্‌ ছূর; 'আ-লিমুল্‌ গাইবি অশ্‌শাহা-দাহ্‌; অহুঅল্‌ হাকীমুল্‌

যেদিন ফুঁক দেয়া হবে শিঙ্গায়, সেদিন তাঁরই কর্তৃত্ব থাকবে; তিনি গায়েব ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত; তিনি প্রজ্ঞাশীল,

الْخَبِيْرُ ﴿٧٤﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ج اِنِّيْٓ اَرٰىكَ

খাবীর। ৭৪। অইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি আ-যারা আতাত্তাখিযু আছ্না-মান্ আ-লিহাতান্ ইন্নী আরা-কা

অবহিত। (৭৪) (২) যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বললেন, মূর্তিকে কি আপনি ইলাহ্ মানেন? আপনাকে ও আপনার

وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ

অক্বাওমাকা ফী দ্বোয়ালালিম্ মুবীন্। ৭৫। অকাযা-লিকা নুরী ~ ইব্রা-হীমা মালাকূতাস্ সামা-ওয়া-তি

কাওমকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় দেখছি। (৭৫) এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন কৌশল দেখাই;

وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج قَالَ هٰذَا

অল্আর্দ্বি অলিয়াকূনা মিনাল্ মূক্বিনীন্। ৭৬। ফালাম্মা-জ্বান্না 'আলাইহিল্ লাইলু রায়া-কাওকাবান্, ক্বা-লা হা-যা-

যেন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয় (৭৬) যখন রাত আসল, তখন তারকা দেখে বলল, এটিই আমার রব; যখন তা

رَبِّيْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ج

রাব্বী, ফালাম্মা ~ আফালা ক্বা-লা লা ~ উহিব্বুল্ আ-ফিলীন্। ৭৭। ফালাম্মা- রায়াল্ ক্বামারা বা-যিগান্ ক্ব-লা হা-যা- রব্বী

অস্তমিত হল তখন বলল, অস্তমিতকে পছন্দ করি না। (৭৭) যখন উজ্জ্বল চাঁদ দেখল, বলল এটাই রব; যখন অস্তমিত হল,

فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٨﴾ فَلَمَّا رَاَ

ফালাম্মা ~ আফালা ক্বা-লা লায়িল্লাম ইয়াহ্দিনী রব্বী লাআকূনান্না মিনাল্ ক্বাওমিদ্ব দ্বোয়া — ল্লীন্।৭৮। ফালাম্মা- রায়াশ্

তখন সে বলল, যদি আমার রব সৎপথ না দেখান তবে অবশ্যই আমি পথহারা হব। (৭৮) অতঃপর যখন

الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ

শাম্সা বা-যিগাতান্ ক্ব-লা হা-যা-রব্বী হা-যা ~ আক্ বারু-ফালাম্মা ~ আফালাত্ ক্ব-লা ইয়া-কাওমী ইন্নী বারী — উম্

উজ্জ্বল সূর্যকে দেখল, বলল, এটাই রব; এটা বড়; যখন অস্তমিত হল, বলল, হে আমার জাতির লোকেরা! নিশ্চয় আমি

مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٩﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا

মিম্মা-তুশ্রিকূন। ৭৯। ইন্নী- অজ্জাহ্তু অজ্ হিয়া লিল্লাযী ফাত্বোয়ারস্ সামা-ওয়া-তি অল্আরদ্বোয়া হানীফাওঁ

শিরক হতে মুক্ত। (৭৯) নিশ্চয়ই আমি একান্ত তাঁরই প্রতি মুখ করলাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর

وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ط قَالَ اَتُحَآجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ط

অমা ~ আনা মিনাল্ মুশরিকীন্। ৮০। অহা —জ্জ্বহূ ক্বাওমুহূ; ক্ব-লা আতুহা — জ্জ্ব — ন্নী ফিল্লা-হি অক্বাদ্ হাদা-ন্;

আমি মুশরিকদের দলে নেই। (৮০) তার কাওম বিতর্ক করলে বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তর্ক করবে? অথচ

সমালোচনা ও বিদ্রূপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, তাদেরকে এরূপ করতে দেখলে তোমরা মজলিস থেকে উঠে যাও। সাহাবীরা বললেন, কা'বার তাওয়াফ ও মসজিদে হারামে অবস্থান আমাদের জরুরী কাজ। তারা কোরআনের বিদ্রূপ করলেও আমরা এ সমস্ত ই'বাদত ত্যাগ করতে পারি না। আমরা কি এতে গুনাহ্গার হব? তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হল। (মুঃ কোঃ)
আয়াত-৭৬ ঃ আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে একটি উচ্চ পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে আরশের কার্নিশ হতে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত আসমান-যমীন দেখালেন। এটি দেখে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন (মুঃ কোঃ)

وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ

অলা ~ আখা-ফু মা- তুশ্‌রিকূনা বিহী ~ ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়া রব্বী শাইয়া-; অসি'আ রব্বী কুল্লা শাইয়িন্ 'ইল্‌মা-:

তিনিই আমাকে পথ দেখালেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের শরীককে ভয় করি না; সবই তো আমার রবের জ্ঞানে

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم

আফালা-তাতাযাক্কারূন্। ৮১। অকাইফা আখা-ফু মা ~ আশ্‌রাক্‌তুম্ অলা-.তাখা-ফূনা আন্নাকুম্ আশ্‌রাক্‌তুম্

পরিবেষ্টিত। তোমরা কি উপদেশ মান না? (৮১) তোমাদের শরীককে কিভাবে ভয় করব? অথচ আল্লাহর সাথে শরীক

بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ

বিল্লা-হি মা-লাম ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী 'আলাইকুম্ সুল্‌ত্বোয়া-না-; ফাআইয়্যুল ফারীক্বাইনি আহাক্বকু বিল্‌আম্‌নি ইন্ কুন্‌তুম

করতে, যে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রমাণ পাঠান নি; দু দলের কোনটি বেশি নিরাপদ, যদি

تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم

তা'লামূন্। ৮২। আল্লাযীনা আ -মানূ অলাম্ ইয়াল্‌বিসূ ~ ঈমা-নাহুম্ বিজুল্‌মিন্ উলা — য়িকা লাহুমুল্ আম্‌নু অহুম্

তোমরা জ্ঞানি হয়ে থাক। (৮২) যারা মু'মিন, ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মিলায়নি, তারাই নিরাপদ, ও সৎপথ

مُّهْتَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ

মুহ্‌তাদূন্। ৮৩। অতিল্‌কা হুজ্জাতুনা ~ আ-তাইনা-হা ~ ইব্‌রা-হীমা 'আলা-কাওমিহ্; নার্‌ফা'উ দারাজ্বা-তিম্ মান্নাশা — উ;

প্রাপ্ত। (৮৩) ওটাই আমার প্রমাণ যাহা ইব্রাহীমকে তার জাতির বিরুদ্ধে দিয়েছি। যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দেই; আপনার

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا

ইন্না রব্বাকা হাকীমুন্ 'আলীম্। ৮৪। অ ওয়াহাব্‌না- লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্বা অইয়া'ক্বূব; কুল্লান্ হাদাইনা-অনূহান্ হাদাইনা-

রবই বুঝেন, প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী(৮৪) আমি তাকে ইস'হাক ও ইয়াকূব দিয়েছি, প্রত্যেককে সৎপথ দেখিয়েছি, এর

مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَ

মিন্ ক্বব্‌লু অমিন্‌যুর্‌রিয়্যাতিহী দা-ঊদা অসুলাইমা-না অআইয়্যুবা অইয়ূসুফা অমূসা অহা-রূন; অ

পূর্বে নূহকে সৎপথ দেখিয়েছিলাম; তার বংশে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকেও; এভাবে আমি

كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ

কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্। ৮৫। অযাকারিয়্যা- অ ইয়াহ্‌ইয়া অ'ঈসা-অইল্‌ইয়া-স্; কুল্লুম্ মিনাছ্

সৎলোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আর যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও; (১) তারা প্রত্যেকেই ছিলেন

ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَمِنْ

ছোয়া-লিহীন্। ৮৬। অইস্‌মা-'ঈলা অল্‌ইয়াসা'আ অইয়ূনুসা অলূত্বোয়া-; অকুল্লান্ ফাদ্দ্বোয়াল্‌না-'আলাল্ 'আ-লামীন্। ৮৭। অমিন্

সৎলোক। (৮৬) ইসমাঈল, আল-ইয়াসা; ইউনুস ও লূতকেও; প্রত্যেককে বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৮৭) তাদের

ওয়াকফে লাযেম ৯

ع ১২ ১৫ রুকু

آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾ ذَٰلِكَ

আ-বা — য়িহিম্ অযুর্‌রিয়্যা-তিহিম্ অইখ্‌ওয়া-নিহিম্, অজ্‌তাবাইনা-হুম্ অহাদাইনা-হুম্ ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম। (৮৮) যা-লিকা

পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের কতককেও তাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, সোজা পথ দেখিয়েছি। (৮৮) এটাই

هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

হুদাল্লা-হি ইয়াহ্‌দী বিহী মাইঁ ইয়াশা — উ মিন্ 'ইবা-দিহ্; অলাও আশ্‌রাকূ লাহাবিত্বোয়া 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ

আল্লাহর হেদায়েত। তিনি ইচ্ছামত এটা দ্বারা বান্দাহকে দান করেন হেদায়াত; যদি তারা শিরক করে, তবে তাদের

يَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا

ইয়া'মালূন্। ৮৯। উলা — য়িকাল্লাযীনা আ-তাইনা- হুমুল্ কিতা-বা অল্‌হুক্‌মা অন্নুবুওয়্যাতা, ফাইঁ ইয়াক্‌ফুর্ বিহা-

কৃতকর্ম নষ্ট হবে। (৮৯) তাদেরকে আমি দান করেছিলাম কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত; এটা প্রত্যাখ্যান করলে এমন

هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

হা ~ উলা — য়ি ফাক্বাদ অক্কাল্‌না-বিহা-ক্বাওমাল্লাইস্ বিহা-বিকা-ফিরীন্। ৯০। উলা — য়িকাল্লাযীনা হাদাল্লা-হু

১০ এক সম্প্রদায়কে তো এর ভার দিয়ে রেখেছি, যারা অস্বীকারকারী নয়। (৯০) তাদেরকেই আল্লাহ হেদায়েত করেছেন,তাই

ع ৮ ১৬ রুকু

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ وَمَا

ফাবিহুদা-হুমুক্‌ তাদিহ্; ক্বুল্ লা ~ আস্‌আলুকুম্ 'আলাইহি আজ্‌রা-; ইন্ হুঅ ইল্লা- যিক্‌রা- লিল্'আ-লামীন্। ৯১। অমা-

তাদের পথ অনুসরণ কর; বলুন এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, এটা বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ মাত্র। (৯১) আর তারা

قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ

ক্বাদারুল্লা-হা হাক্বক্বা ক্বাদ্‌রিহী ~ ইয্ ক্বা-লূ মা ~ আন্‌যালাল্লা-হু 'আলা-বাশারিম্ মিন্ শাইয়িন্; ক্বুল্ মান্ আন্‌যালাল্

আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা দেয় নি, যখন তারা বলল, আল্লাহ মানুষের কাছে নাযিল করেন নি (১) বলুন, মানুষের জন্য

الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ

কিতা-বাল্লাযী জ্বা — য়া বিহী মূসা- নূরাওঁ অহুদাল্ লিন্না-সি তাজ্‌'আলূনাহূ ক্বারা-ত্বীসা

আলো ও হেদায়েতপূর্ণ মূসার আনীত কিতাব কে অবতীর্ণ করল? যা কাগজে লিখে কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক বিষয়

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৯১ ঃ ইহুদী মালেক ইবনে সাইফ হুযুর (ছঃ) এর নিকট এসে কিছু দ্বীনী আলোচনার এক ফাঁকে গর্বের সাথে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাযিল করেন নি। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। বর্ণিত আছে যে, এ ঔদ্ধত্য ও গর্ব দম্ভের হেতু হল, হুযুর (ছঃ) ঐ ইহুদীকে যখন বললেন, হে মালেক! তুমি ঐ রবের নামে শপথ করে বল যে, মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রেরিত তাওরাতে কি এটা উল্লেখ নেই যে, মোটা ও নাদুসনুদুস্ দেহধারী মানুষকে আল্লাহ ভালবাসেন না? তখন সে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মন্তব্যটি করছিল। মোটা দেহধারীর মর্মার্থ হল যাদের নিকট আখেরাতের কোন চিন্তা নেই তারা কেবল আপন শরীরের যত্ন নেয়, আত্মিক উন্নতির এবং পরকালীন কল্যাণের কোন তোয়াক্কা করে না। এটাও ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তৌরাতের মধ্যে নবী করীম (ছঃ) এর আগমন এবং তাঁর শরীয়ত সম্বন্ধীয় যে সব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তারা এবং তাদের পূর্ব-পুরুষরা তা সঠিকরূপে উপলব্ধি করতে পারে নি এবং পারত না, কিন্তু এখন রাসূল (ছঃ)-এর পবিত্র শুভাগমনের পর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বাস্তবতা তাদেরকে জানানো হল অথবা এও হতে পারে যে, এটা আরবদের বলা হয়েছে যে, তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা সকলেই মূর্খ ছিল। অনন্তর এ শরীয়ত-জ্ঞান ও একত্ববাদ এবং হাশর নশরের জ্ঞান ইত্যাদি আল্লাহ্‌র পাঠানো কিতাব 'কোরআন মজীদ' অবতরণ হেতু তোমাদের জ্ঞাতব্য হল। এরপরও বলছ, আল্লাহ্ তা'আলা কিছুই অবতরণ করেন নি। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন কর নি।

تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ

তুব্দূনাহা- অতুখ্ফূনা কাছীরান্, অ'উল্লিম্তুম্ মা-লাম্ তা'লামূ ~ আন্তুম্ অলা ~ আ-বা —উকুম্; কুলিল্লা-হু ছুম্মা
গোপন কর; তোমাদেরকে শিখান হল যা না তোমরা জানতে আর না পিতৃপুরুষরা। আপনি বলুন, আল্লাহ্ই (নাযিল করেছিলেন),

ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ

যারহুম্ ফী খাওদ্বিহিম্ ইয়াল্'আবূন্। ৯২। অ হা-যা-কিতা-বুন্ আন্যাল্না-হু মুবা-রাকুম্ মুছোয়াদ্দিকুল্লাযী বাইনা
তারপর তাদেরকে অনর্থক কর্মে মগ্ন থাকতে দিন। (৯২) এটা এমন কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়, পূর্ববর্তী

يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

ইয়াদাইহি অলিতুন্যিরা উম্মাল্ কুরা- অমান্ হাওলাহা-; অল্লাযীনা ইয়ু" মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি ইয়ু" মিনূনা বিহী
কিতাবের সমর্থক যেন মক্কা ও আশে-পাশের লোকদের সতর্ক করেন, যারা পরকালে বিশ্বাসী তারা এর প্রতি ঈমান আনে

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ

অহুম্ 'আলা- ছলা-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন্। ৯৩। অমান আজ্লামু মিম্মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও কা-লা
এবং তারা নামাযের হিফাযত করে। (৯৩) ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, বা বলে

اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۭ وَلَوْ تَرٰٓى

উহিয়া ইলাইয়্যা অলাম্ ইয়ূহা ইলাইহি শাইয়ুঁও অমান্ কা-লা সাউন্যিলু মিছ্লা মা ~ আন্যালাল্লা-হ্; অলাও তারা ~
"আমার কাছে অহী আসে" অথচ অহী আসে না, যে বলে, আমিও নাযিল করব, যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন?

اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ

ইযিজ্জোয়া-লিমূনা ফী গামারা-তিল্ মাওতি অল্মালা —য়িকাতু বা-ছিতু ~ আইদীহিম্ আখ্রিজূ ~ আন্ফুসাকুম্;
আর যদি দেখতে পেতেন যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুগবে ও ফিরিশ্তারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ

আল্ইয়াওমা তুজ্যাওনা 'আযা-বাল্ হূনি বিমা-কুন্তুম্ তাকূলূনা 'আলাল্লা- হি গাইরাল্ হাক্কি অকুন্তুম্ 'আন্
বের কর; আজ তোমরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি পাবে, কেননা তোমরা আল্লাহ্র উপর অন্যায় বলতে, আর তাঁর আয়াতসমূহকে

اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا

আ-ইয়া-তিহী তাস্তাকবিরূন্। ৯৪। অলাকাদ্ জি"তুমূনা-ফুরা-দা- কামা-খালাক্না-কুম্ আওয়্যালা মার্রাতিওঁ অতারাক্তুম্ মা -
অবজ্ঞা করতে। (৯৪) আমার কাছে নিঃসঙ্গ আসলে, যেমন প্রথমে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি; যা দিয়েছি তা তোমরা

خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ

খাওয়্যাল্না-কুম্ অরা — য়া জুহূরিকুম্ অমা- নারা-মা'আকুম্ শুফা'আয়া — কুমুল্লাযীনা যা'আম্তুম্ আন্নাহুম্ ফীকুম্
পিছনে রেখে আসলে আর আমি তো তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে সঙ্গে দেখছি না যাদেরকে শরীক মনে

১১ ع ৪ ১৭ রুকু

شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ

শুরাকা — উ; লাক্বাদ্ তাক্বাত্তোয়া'আ বাইনাকুম্ অদ্বোয়াল্লা 'আনকুম্ মা-কুনতুম্ তায্'উমূন্। ৯৫। ইন্না ল্লা-হা ফা-লিক্বু ল্ হাব্বি

করতে, তোমাদের সম্পর্ক (আজ) ছিন্ন, তোমাদের ধারণাও নিষ্ফল হয়েছে। (৯৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বীজ ও আঁটি

وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

অন্নাওয়া-; ইয়ুখ্রিজু ল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি অমুখ্রিজু ল্ মাইয়্যিতি মিনাল্ হাইয়্যি; যা-লিকুমুল্লা-হু

অংকুরিত করেন, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত হতে এবং জীবিত হতে মৃতকে, তিনিই আল্লাহ, অতএব তোমরা

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٦﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

ফাআন্না- তু'ফাকূন্ । ৯৬। ফা-লিক্বু ল্ ইছ্বা-হি, অজ্বা'আলাল্লাইলা সাকানাওঁ অশ্শাম্সা অল্ক্বামারা

কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ? (৯৬) তিনিই ভোর বিদীর্ণকারী, বিশ্রামের জন্য রাত, গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র তিনিই

حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ

হুস্বা-না-; যা-লিকা তাক্ব দীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ৯৭। অহুঅল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুন্নু জু মা

সৃষ্টি করেছেন, এ সবই প্রতাপশালী, জ্ঞানীর নির্ধারণী। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন

لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ

লিতাহ্তাদূ বিহা- ফী জুলুমা-তিল্ বার্রি অল্ বাহ্র; ক্বাদ্ ফাছ্ছোয়াল্নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন্। ৯৮। অহুঅল্

যেন জল-স্থলের অন্ধকারে পথের দিশা পাও; জ্ঞানীদের জন্য প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। (৯৮) তিনি এক ব্যক্তি

الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

লাযী ~ আন্শায়াকুম্ মিন্ নাফ্সিও ওয়া-হিদাতিন্ ফামুসতাক্বাররুওঁ অ মুসতাওদা' ; ক্বাদ ফাছ্ ছোয়াল্নাল্ 'আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ

হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী আবাস দিয়েছেন; নিশ্চয়ই আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করি

يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

ইয়াফ্ক্বাহূনা। ৯৯। অ অল্লাযী ~ আন্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্, ফা'আখ্রাজ্ না -বিহী নাবা-তা কুল্লি শাইয়িন্

জ্ঞানীদের জন্য প্রমাণসহ। (৯৯) আর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি দেন, তা দিয়ে নানান উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; তা

فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ

ফাআখ্রাজ্ না- মিন্হু খাদ্বিরান্ নুখ্রিজু মিন্হু হাব্বাম্ মুতারা-কিবান্ অমিনান নাখ্লি মিন্ ত্বোয়াল্'ইহা- ক্বিন্ওয়া-নুন্

হতে সবুজ পাতা উদ্গত করি; তা থেকে ঘন শস্য-দানা উৎপন্ন করি আর খেজুর গাছের মাথি হতে

টীকা-১. আয়াত-৯৭ ঃ আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। এদের কল-কব্জা মেরামতের কিংবা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় না। (মাঃ কোঃ)

دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ

দা-নিয়াতুওঁ অজ্বান্না-তিম্ মিন আ'না-বিওঁ অয্ যাইতূনা অর্‌রুম্মা-না মুশ্‌তাবিহাওঁ অগাইরা মুতাশা-বিহ্;

ঝুলন্ত গোছা বের করি, আঙ্গুরের বাগান, যাইতুন ও আনার, যাহা পরস্পর সদৃশযুক্ত ও অসদৃশ; বিভিন্ন গাছের

اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞

উন্‌জুরূ ~ ইলা- ছামারিহী ~ ইযা ~ আছ্‌মারা অইয়ান্'ইহ্; ইন্না ফী যা-লিকুম্ লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়ু"মিনূন্।

ফলের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন তা ফলবান হয় আর যখন পাকে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে মু'মিনদের জন্য ।

﴿١٠٠﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ

১০০। অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি শুরাকা — য়াল্ জ্বিন্না অখালাক্বাহুম্ অখারাক্বূ লাহূ বানীনা অ বানা-তিম্ বিগাইরি 'ইল্‌ম্; সুবহা-নাহূ

(১০০) তারা জিন্‌কে আল্লাহর শরীক বানায়, অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর না জেনে তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা আরোপ করে; ১২

وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠١﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ ع ৬ ১৮

অতা'আ-লা-'আম্মা-ইয়াছিফূন্। ১০১। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি অল আর্‌দ্বি; আন্না-ইয়াকূনু লাহূ অলাদুওঁ রুকু

তিনি পবিত্র, আর তারা যা বলে তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে (১০১) তিনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, কিভাবে তাঁর সন্তান হবে?

وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ

অলাম্ তাকুল্লাহূ ছোয়া-হিবাহ্; অখালাক্বা কুল্লা শাইয়িন্ অ হুআ বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ১০২। যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্,

অথচ তাঁর তো স্ত্রী নেই সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সব সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞ। (১০২) ঐ আল্লাহ্‌ইতো তোমাদের রব;

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٣﴾ لَا تُدْرِكُهُ

লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু অখা-লিকু কুল্লি শাইয়িন্ ফা'বুদূহু, অ হুঅ 'আলা-কুল্লি শাইয়িওঁ অকীল্। ১০৩। লা-তুদ্‌রিকুহুল্

তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর; তিনি সবকিছুর অধিকারী। (১০৩) তাঁকে প্রত্যক্ষ

الْاَبْصَارُ ؗ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ

আব্‌ছোয়া-রু অহুআ ইয়ুদ্‌রিকুল্ আব্‌ছোয়া-রা অহুঅল্ লাত্বীফুল্ খাবীর্। ১০৪। ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ বাছোয়া — য়িরু মির্

আর কোন করতে পারেনা দৃষ্টিসমূহ, তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন; তিনি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানময়। (১০৪) অবশ্য তোমার কাছে এসেছে

رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۞

রব্বিকুম, ফামান্ আব্‌ছোয়ারা ফালিনাফ্‌সিহী অমান্ 'আমিয়া ফা'আলাইহা-; অমা ~ আনা 'আলাইকুম্ বিহাফীজ্।

রবের পক্ষ হতে জ্ঞান-চক্ষু। সুতরাং যে দেখে, কল্যাণ তারই; অন্ধ সাজলে তারই ক্ষতি আর আমি পর্যবেক্ষক নই।

﴿١٠٥﴾ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِتَّبِعْ

১০৫। অকাযা-লিকা নুছোয়াররিফুল্ আ-ইয়া-তি অলিইয়াকূ্লূ দারাস্‌তা অলিনুবাইয়্যিনাহূ লিক্বাওমিঁই ইয়া'লামূন্। ১০৬। ইত্তাবি'

(১০৫) এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, যেন তারা বলে, তুমি তো পড়ে নিয়েছ আর যেন আমি জ্ঞানীদের জন্য তা বিবৃত করি। (১০৬) রবের

مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٧﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ

মা ~ উহিয়া ইলাইকা মির্ রব্বিকা লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুঅ অআ'রিদ্ব'আনিল্ মুশ্রিকীন্। ১০৭। অলাও শা — য়াল্লা-হু

পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর অনুসরণ করুন, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; মুশরিককে এড়িয়ে চলুন। (১০৭) আল্লাহ্ চাইলে তারা শিরক

مَآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَلَا تَسُبُّوا

মা ~ আশ্রাকূ; অমা-জ্বা'আল্না-কা 'আলাইহিম্ হাফীজোয়ান্ অমা ~ আন্তা 'আলাইহিম্ বিঅকীল্। ১০৮। অলা-তাসুব্বুল্

করত না; আর আমি আপনাকে রক্ষক নিযুক্ত করি নি; আপনি তাদের অভিভাবকও নন। (১০৮) তোমরা তাদেরকে গালি দিও না;

ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ

লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ফাইয়াসুব্বুল্লা-হা 'আদ্অম্ বিগাইরি 'ইল্ম্; কাযা-লিকা যাইয়্যান্না- লিকুল্লি

আল্লাহকে ছাড়া যাকে ডাকে। কেননা, তারা শত্রুতাবশতঃ না জেনে আল্লাহ্‌কে গালি দেবে; এভাবেই প্রত্যেক জাতির নিকট

أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ

উম্মাতিন 'আমালাহুম্ ছুম্মা ইলা-রব্বিহিম্ মার্জি'উহুম্ ফাইয়ুনাব্বিউহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১০৯। অ আক্ব্ সামূ বিল্লা-হি

সুশোভিত করেছি তাদের কার্যাদি। পরে রবের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তাদের কাজের খবর দেবেন। (১০৯) এবং

جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ

জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ লাইন্ জ্বা — য়াত্হুম্ আ-ইয়াতুল্ লাইয়ু''মিনুন্না বিহা-; ক্বু্ল্ ইন্নামাল্ আ-ইয়া-তু 'ইন্দাল্লা-হি

কসম করে তারা আল্লাহ্‌র নামে এবং বলে যদি তাদের নিকট নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই ঈমান আনত; বলুন, নিদর্শন

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ

অমা- ইয়ুশ্'ইরুকুম্ আন্নাহা ~ ইযা-জ্বা — য়াত্ লা-ইয়ু''মিনূন। ১১০। অনুক্বাল্লিবু আফ্য়িদাতাহুম্ অ

১৩ তো আল্লাহ্‌র কাছে; তোমাদের তো বোধ নেই যে, নিদর্শন আসলেও এরা বিশ্বাস আনবে না। (১১০) আর আমি উলটিয়ে দেব

ع ১০ ১৯ রুকু

وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

আব্ছোয়া-রাহুম্ কামা-লাম্ ইয়ু''মিনূ বিহী ~ আওয়্যালা মার্রাতিওঁ অনাযারুহুম্ ফী তুগ্ইয়া-নিহিম্ ইয়া'মাহূন্।

তাদের মন ও দৃষ্টি যেমন প্রথমে তারা ওতে ঈমান আনেনি, আর আমি তাদেরকে অবাধ্যতায় দিশেহারা অবসস্থায় ছেড়ে দেব।

টীকা-১. শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০৮ ঃ এক বর্ণনায় আছে যে, মুসলমানরা কাফেরদের সম্মুখে তাদের দেব-দেবীকে গালি দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা গালির যোগ্য তাদেরকেও গালি দিও না। (মুঃ কোঃ) ব্যাখ্যা ঃ এটা হতে এ আদেশই নিঃসৃত হয় যে, বৈধ কার্যকলাপ কোন হারাম কার্যের উপকরণ ঐ বৈধ কার্যও অবৈধ হয়ে যায়। কারণ মূর্তির সমালোচনা করা মূলতঃ বৈধ, কিন্তু যেহেতু তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে বে-আদবী হওয়ার উপাদান হল তখন তা হতে বিরত থাকতে বলা হল। বলা বাহুল্য যে, তাওহীদ ও রেসালতের বিবরণেও কাফেররা আল্লাহর শানে বে-আদবী করার কারণে এটির প্রচারণা ও প্রকাশনা কার্যে বারণ করা হবে না। এ বিষয়টি প্রতিমা গালির বিষয়ের উপর তুলনা করা ঠিক হবে না। কারণ তাওহীদ রিসালতের তবলীগ ও প্রচার কার্য হল ওয়াজিব; আর প্রতিমা সম্বন্ধে সমালোচনা করা হল একটি মোবাহ বিষয়। (বঃ কোঃ)
শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০৯ঃ ইবনে জারীরের বর্ণনানুযায়ী মুশরিক সর্দাররা রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে বলল যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করতে পারেন তবে আমরা আপনার নবুওয়্যত মেনে নিব এবং মুসলমান হয়ে যাব। এতে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করতে উদ্দত হলে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে বললেন, আপনার দোয়া অনুযায়ী সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হওয়ার পরও যদি তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এতে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দোয়া করা হতে বিরত রইলেন। এ মর্মে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)